হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

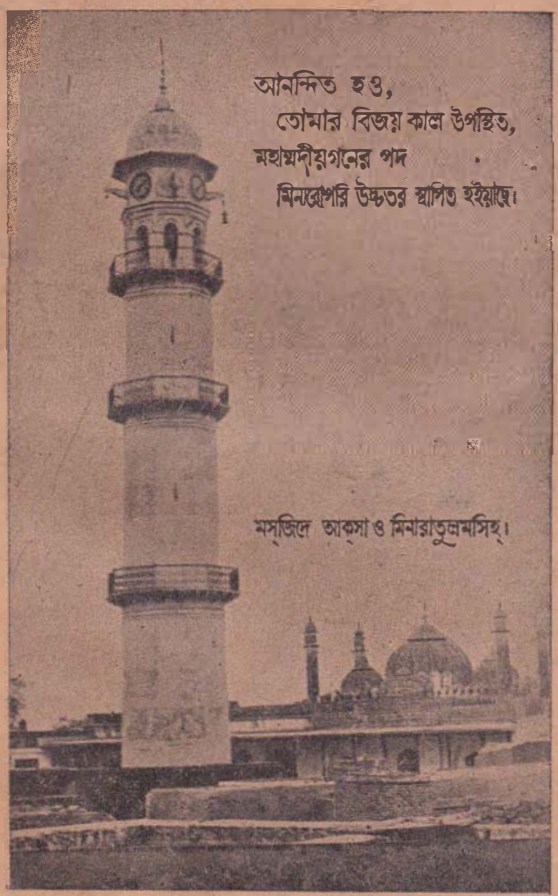

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধ-সূচী

১। দোয়া ... ... ২৫ পৃঃ
২। অমৃত বাণী ... ... ২৬ ”
৩। নামাজ ও মসজিদের গুরুত্ব ... ২৭—৩১ ”
৪। তাহরিক-জদীদের ওয়াদা ও সাবেকুন শ্রেণীভুক্ত হইবার শর্ত্ত ও সুযোগ ... ৩১—৩৪ ”
৫। তাহরিক-জদীদ ... ... ৩৪—৩৯ পৃঃ
৬। সালানা-জলসার বক্তৃতা ... ৪০—৪৪ ”
৭। ইস্‌লামে নারীর স্থান ... ৪৫ ”
৮। জগৎ আমাদের ... ... ৪৬—৪৮ ”

“মস্‌জিদ-আক্‌সা” ও “মসজিদ-মোবারকে”র জন্য চাঁদার আহ্বান

বিগত ৩রা জানুয়ারী পাবলিক্ মিটিংএ হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ জমাতের প্রত্যেক **উপার্জ্জনশীল পুরুষ হইতে নিম্নতম এক আনা ও উর্দ্ধতম দশ টাকা** এবং উপার্জ্জন করিতে অক্ষম এরূপ **বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকগণ হইতে জন-প্রতি অন্ততঃ এক পয়সা** এই **“সদকায়ে-জারিয়া”** বা চিরস্থায়ী পুণ্য কার্য্যের জন্য চাঁদার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাহারা একান্তই অক্ষম তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামী এই চাঁদা আদায় করতঃ তাঁহাদিগকে এই মহা পুণ্যের কার্য্যে শামেল রাখিতে পারেন।

এই সম্পর্কে হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) বিগত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের খোৎবা যাহা এই সংখ্যায় ২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে দ্রষ্টব্য।

জুবিলী ফাণ্ড

জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা আদায়ের ম্যায়াদ অন্ত হইতে আর মাত্র সোয়া মাস বাকী !

প্রতিশ্রুতি দাতাগণ সতর্ক হউন ! সতর্ক হউন !!

সত্বর আপন আপন প্রতিশ্রুতি চাঁদা আদায় করিতে তৎপর হউন ! তৎপর হউন !!

একটি বিশেষ অনুরোধ

এতদ্বারা বন্ধুগণের খেদমতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা চাঁদা প্রেরণকালে বিভিন্ন চাঁদার বিস্তারিত বিবরণ,তাহরিক-জদীদের চাঁদা থাকিলে তাহা কোন্ বৎসরের—৪র্থ বৎসরের, না ৫ম বৎসরের, জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা থাকিলে, কাহার পক্ষ হইতে কত, মোকামী আঞ্জোমনের হিস্যা কর্ত্তন করা হইয়া থাকিলে, কত কর্ত্তন করা হইয়াছে, ইত্যাদি সবিস্তার টাকা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে, হয়তঃ মনি অর্ডার কোপনে, না হয় তৎপূর্ব্বে চিঠি দ্বারা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন যে, টাকা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তারিত বিবরণ না পাইলে টাকা জমা দিতে এবং সদর আঞ্জোমনে টাকা পাঠাইতে বড়ই অসুবিধা হয়।

আশা করি ভবিষ্যতে সকল বন্ধুগণই চাঁদার টাকা প্রেরণকালে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী

বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

পাক্ষিক
আহমদী

নবম বর্ষ | ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ | দ্বিতীয় সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদীস হইতে *]

استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم
واتوب اليه —
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت
يا ذا الجلال والاكرام *
رب اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك *
اللهم اغفرلى ما قدمت وما اخرت وما
اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى انت
المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت *

বঙ্গানুবাদ—"আমি সেই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁহার আশ্রয় ও সাহায্য চাই যিনি ভিন্ন অন্য আরাধ্য ও উপাস্য নাই, যিনি চিরজীব, চির-স্থিতিবান ও সকলের স্থিতি-দাতা; এবং অপর সব কিছু ছাড়িয়া তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এবং তাঁহারই সন্তুষ্টি কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ্! তুমি শান্তি এবং তোমা হইতেই শান্তি। সর্ব্বাশীষ ও সর্ব্ব-মঙ্গলময় তুমি, হে গৌরব ও মহিমার অধিকারি!

প্রভো! তুমি আমাকে তোমার 'জেকর' (নাম ও গুণ স্মরণ), তোমার 'শুকর' (দান স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) এবং তোমার উত্তম 'এবাদত' (আদেশ পালন ও গুণানুসরণ) করিতে 'তৌফিক' দাও।

হে আল্লাহ্! ক্ষমা ক'রে দাও তুমি আমার পূর্ব্বকার এবং পরকার, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য যাবতীয় দোষ-ত্রুটি এবং যাহা তুমি আমাপেক্ষা অধিক জান। আদ্যও তুমি, অন্তও তুমি; তুমি ভিন্ন অন্য আর কেহ আরাধ্য উপাস্য নাই।

* এই দোয়াটি হজরত রসুল করীম (সাঃ) নামাজের পর পাঠ করিতেন—সাঃ আঃ

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

ইমানের ফল ভোগ করিতে হইলে বিশ্বাস দৃঢ় রাখ, পরীক্ষায় স্থির থাক

"স্মরণ রাখিও, পরীক্ষা দুই প্রকারের—এক, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের পরীক্ষা, দ্বিতীয়, 'কাজা-কাদ্‌র' বা নিয়তির পরীক্ষা। আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন—ولنبلونكم بشيء من الخوف —অর্থাৎ, "আমি তোমাদিগকে কিছু ভয় দ্বারা পরীক্ষা করিব"।

প্রকৃত বীর-পুরুষ এবং 'কামেল' বা সিদ্ধ-পুরুষ তিনিই যিনি এই উভয়-বিধ পরীক্ষায় পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন। কতিপয় লোক আছে, তাহারা আদেশ নিষেধের পরীক্ষায় স্থির থাকে বটে, কিন্তু 'কাজা-কদ্‌র' বা নিয়তির কোন বিপদাপদ আসিলে খোদাতা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বসে। কতিপয় ফকির আছে, তাহারা বলে, "আমরা আত্মসংযমে এত অভ্যস্ত যে সারা দিনে মাত্র একবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি"। কিন্তু বিপদের সময় তাহারা বড়ই দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সেই ব্যক্তিই শক্তিশালী যিনি বিশ্বাস ঠিক রাখেন, সৎ-কার্য্য করেন এবং বিপদাপদে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন; ইহাই বীরত্ব। 'ওবুদীয়ত' বা সাধনায় পূর্ণ ও 'কামেল' না হওয়া পর্য্যন্ত 'রুইয়া' (সত্য স্বপ্ন) বা 'এল্‌হাম' (ঐশী-বাণী) প্রাপ্তির গর্ব্ব করা বৃথা। কারণ ইহাতে তাহার নিজস্ব কিছু নাই; ইহা ত আল্লাহ্‌তা'লার কাজ।

এই বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক; ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। এক ব্যক্তি কোন বৃক্ষ রোপণ করে; প্রথমতঃ ইহার এরূপ অবস্থা থাকে যে, একটি ছাগলও ইহাকে মুখ বাড়াইয়া খাইয়া ফেলিতে পারে। এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে, বিভিন্ন রূপ ঝঞ্ঝা-বাত্যা ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে উৎপাটিত করিতে চায়। ইহা হইতেও রক্ষা পাইলে পরে ইহাতে ফুল ধরে। ফুলও আবার বাতাসে পড়িয়া যায়, অবশ্য কিছু থাকিয়া যায়। অবশেষে ফল ধরে। ইহার উপরও বহু আপদ আসে। কতক এম্‌নি পড়িয়া যায়, কতক তুফানে বিনষ্ট হয়, কতক পশু-পক্ষী খাইয়া ফেলে। পরিনামে অল্পই পরিপক্ক হইয়া খাওয়ার যোগ্য হয়। ইমান-রূপ বৃক্ষের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহার ফল ভক্ষণ করিবার জন্যও বহু বিপদাপদে স্থির থাকিতে হয়। সুফিগণ এই জন্যই বলিয়া থাকেন, "মৃত্যু না আসা পর্য্যন্ত জীবন-লাভ হয় না"। কোরান শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা সাহাবাগণের (রাঃ) প্রশংসা করতঃ বলিয়াছেন—

منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

—অর্থাৎ, "সাহাবিগণের মধ্যে কতিপয় আপন জীবন বিক্রয় করিয়াছে, কতিপয় এখনো অপেক্ষা করিতেছে"। এই অবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।" (আল্‌-হাকাম, ১৭ মে, ১৯০৪)।

ধৈর্য্য এক অমূল্য ধন

"ধৈর্য্য এক মহামূল্য মণি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যশীল হয় এবং রাগভরে কথা না বলে, সেই ব্যক্তির কথা তাহার নিজের হয় না, বরং খোদাতা'লা তাহা দ্বারা কথা বলান। ধৈর্য্যশীল হইয়া চলা, জমাতের উচিত এবং বিরুদ্ধবাদিগণের কর্কশ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা, বা তাহাদের গালির পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে গালি দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি আমাদিগকে মিথ্যা মনে করে, তাহার পক্ষে আমাদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন সম্ভবপর নহে। এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত আঁ-হজরতের যুগেও বহু পরিলক্ষিত হয়। ধৈর্য্যের তুল্য আর কিছুই নাই। কিন্তু ধৈর্য্যশীল হওয়া বড়ই কঠিন। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যশীল হয় আল্লাহ্‌তালা তাহাকে সাহায্য করেন।" ('বদর', ১৭ নবেম্বর, ১৯০৫)

নামাজ ও মসজিদের গুরুত্ব

মসজিদ আক্‌সার পরিবর্দ্ধন কার্য্যে সাহায্য দান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর

[হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

পূর্ব্বের রীতি অনুসারে * অদ্যকার জুমা মসজিদ-নূরে হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ উহার চতুষ্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দান আছে, এবং বহু দূর পর্য্যন্ত নামাজের 'ছাফ' বা কাতার প্রসারিত হইতে পারে। কিন্তু সেখানে আজ "লাউড্ স্পিকারের" বন্দোবস্ত না থাকায় মসজিদ আকসায়ই জুমা পড়া আমি উচিত মনে করিলাম। স্থানাভাব হইলে লোক পরস্পরের পিঠের উপর 'সেজদা' করিতে শরীয়তে ব্যবস্থা আছে, কিন্তু খোৎবার আওয়াজ না পৌছার স্থলবর্ত্তী কোন ব্যবস্থা নাই।

আমার মনে হয় অদ্যকার জুমা এখানে হওয়ায় আল্লাহ্‌-তা'লার এক 'হেকমত' (বিশেষ উদ্দেশ্য) ছিল। ইহাতে বন্ধুগণের স্বচক্ষে এই মস্‌জিদের নব-পরিবর্দ্ধন দেখিবার সুযোগ লাভ হইয়াছে। মসজিদের আয়তনের এই পরিবর্দ্ধন না হইলে আজ এত লোকের ইহাতে জায়গা হইত না, অতি নিকটে নিকটে বসিয়াও জায়গা হইত না। বন্ধুগণ দেখিয়া থাকিবেন যে, মসজিদের একাংশের কার্য্য এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা অসম্পূর্ণ থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, টাকার অভাবে কাজ পূর্ণ করা যায় নাই। ইহার জন্য যে চাঁদা স-গৃহীত হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই অবশিষ্ট অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

আমার বোধ হয় মস্‌জিদ-নূরে "লাউড্-স্পিকারের" বন্দোবস্ত না হওয়ায় এক দিক দিয়া ভাল হইয়াছে; বন্ধুগণ এখানে আসিয়া ইহার অসুবিধা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'লার ফজলে আমাদের জমাত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, কাজেই এই মসজিদকে আরো পরিবর্দ্ধিত করা আবশ্যক। জলসার উপলক্ষ ছাড়াও জুমার দিন বাহির হইতে অনেক মেহমান আসেন, আশে-পাশের গ্রাম হইতে বহু লোক আসেন এবং আল্লাহ্‌ তা'লার ফজলে কাদিয়ানের লোকসংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই নামাজ পড়াইয়া বাহির হইলে দেখিতে পাই যে, লোক বহু দূর পর্য্যন্ত গলিতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেছে। গলিতে নামাজ পড়া ঠিক নয়; কারণ ইহাতে কেবল যে লোকের চলাফেরারই অসুবিধা হয় তাহা নহে, ইহা নামাজের আদবেরও বিরোধী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই সম্প্রতি মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু আমি এখনো লোককে গলিতে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

অতএব এই মসজিদকে আরো পরিবর্দ্ধিত করা আবশ্যক। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এখন আর ইহার বৃদ্ধির বাহ্যত কোন উপায় নাই, কেননা, দক্ষিণে বামে প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, উচ্চ সাহস-সম্পন্ন লোকদের কথা এরূপ নয় এবং মোমেনের সাহস তো অতি মহান হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, "ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়"। সুতরাং কোন কার্য্যের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা করিলে উহার জন্য উপায়ও আপনাপনিই বাহির হইয়া আসে। যে গৃহে আজ সদর আঞ্জোমনের অফিস উহা ক্রয় করিবার সময় আমি ইহাই বলিয়াছিলাম যে, অফিস তো এখানে অস্থায়ী, এই বাড়ীও কোন দিন মসজিদের কাজে লাগিবে। ইহার সন্নিকট আর একটি বাড়ী আছে যাহাতে ইতিপূর্ব্বে ডাকঘর ছিল। উহাও মসজিদের কাজে আসিতে পারে। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা করিলে, এই মসজিদের

* সচরাচর সালানা জলসার সময় অধিক লোক-সমাগমের ফলে জলসার পূর্ব্ব-জুমার নামাজ মসজিদ নূরে হইয়া থাকে—সঃ আঃ

চারিদিকেই খোদাতা'লার ফজলে এখনো মসজিদ সম্প্রসারিত হইবার সুবিধা আছে।

অতপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) বলেন যে, ভারতবর্ষের লাহোর, দিল্লী, হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি বড় বড় সহরের জামেয়া-মসজিদ ছাড়া অন্যান্য সহরের জামেয়া-মসজেদ আমাদের এই মসজিদের সমকক্ষতা করিতে পারে না। নামাজীর দিক দিয়া তো মোটেই পারে না; কারণ সেগুলি নামাজীশূন্য। হজরত আমিরুল-মোমেনীন বলেন,—১৯২৪ সনে যখন আমি বিলাত যাই তখন রাস্তায় কায়রোর মসজিদ দেখিবার সুযোগ হয়। তখন জুহর, কিম্বা আসরের নামাজের সময়। আমি দেখিলাম, এক কোণের একটি মেহরাবে এক ব্যক্তি নামাজ পড়িতেছেন এবং তাঁহার পিছনে মাত্র ৪। ৫ জন লোক দণ্ডায়মান। কোণের মেহরাবে নামাজ পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "এত বড় মসজিদে মাত্র ৪।৫ জন লোক দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে লজ্জা বোধ হয়।"

মসজিদ নির্ম্মাণকারিগণ তো এত 'শানদার' মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে তদ্দর্শনে প্রাচীন কালের লোকের 'আজমত' (মাহাত্য) স্মরণ হয়, এবং কতক-কাল হয় তো ইহাতে রৌণক্‌ও (প্রভা) ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের লোকগণ নামাজ হইতে মন উঠাইয়া নিয়াছে এবং নামাজের 'পা-বন্দী' একেবারেই ভূলিয়া গিয়াছে।

নামাজের গুরুত্ব

খোদাতা'লার ফজলে আমাদের জমাতে নামাজের 'পা-বন্দী' অধিক, যদিও এখনো জমাত সেই আদর্শে পৌছে নাই যাহা আমি দেখিতে চাই—অর্থাৎ, জমাতে এক জনও শিথিল না থাকা। এখনো আমাদের জমাতেও এরূপ লোক আছে যাহারা সময় সময় নামাজ ত্যাগ করিয়া ফেলে। যতটুক আমি ইসলামের শিক্ষা আলোচনা করিয়াছি এবং কোরানকরিমের উপর অনুধাবন করিয়াছি, **যদি কেহ দশ বৎসর রীতিমত নামাজ পড়িয়া মাত্র একটি নামাজ জানিয়া শুনিয়া ছাড়িয়া দেয় তবে সে 'ইমানদার' নয়।** কোরান করীম হইতে আমি যতটুক বুঝিয়াছি, সারা জীবনেও যদি কেহ একটি মাত্র নামাজ ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দেয় তবে সে মোসলমান নয়।

অবশ্য বেহুশী অবস্থায় যদি কোন নামাজ ছুটিয়া যায় তাহা পৃথক কথা। কিম্বা যদি নিদ্রিত অবস্থায় দেড়ী হইয়া যায় তবে তদবস্থায় শরীয়তের এই আদেশ যে, যখনই জাগ্রত হয় তখনই পড়িবে। এরূপ অবস্থায় যদি কেহ বিলম্বেও নামাজ পড়ে, তবুও তাহার নামাজ হইবে। তাহার পক্ষে তাহার জাগ্রত হওয়ার বা 'হুশ' হওয়ার সময়ই নামাজের সময়।

কিন্তু যে ব্যক্তি জানিয় শুনিয়া এবং নামাজের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া নামাজ ছাড়িয়া দেয়, এই মনে করিয়া যে, "একটু কাজ করিতেছি তাহা শেষ করিয়া নামাজ পড়িব," কিম্বা কোন কাজ তো করে না, বন্ধুগণের মজলিসে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে থাকে এবং মনে মনে ভাবে "এই মজলিস ছাড়িয়া এখন কোথায় যাইব, পরে পড়িয়া লইব"—তবে এরূপ অবস্থায় নামাজ-ত্যাগী কখনো মোমেন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। অবশ্য পরে যদি তাহার হৃদয়ে অনুতাপ হয়, দুঃখ জন্মে এবং সে সরলান্তঃকরণে তৌবা করিয়া খোদাতা'লার সমীপে এই বলিয়া নিবেদন জানায় যে, "প্রভো, আমার ইমান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখন পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করিতেছি"—তবে তদবস্থায় তাহাকে দ্বিতীয়বার ইসলামের অন্তর্ভূক্ত জ্ঞান করা হইবে, কিন্তু পূর্ব্বকার অবস্থা গয়ের-মোমেনেরই ধরা হইবে।

নামাজের এই গুরুত্ব এখনো আমাদের জমাত উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অবশ্য আমি জ্ঞাত আছি যে, জমাতের অধিকাংশ বন্ধুর হৃদয়েই নামাজের গুরুত্বের অনুভূতি আছে। কারণ, গয়ের-আহ্‌মদীগণ যে আহ্‌মদীগণের উপর এত "এতেরাজ" করে তথাপি এই "এতেরাজ" কখনো করে না যে আহ্‌মদীগণ নামাজ পড়ে না। বরং অধিকাংশ এতেরাজ-কারীগণই বলে, "নামাজ তো ইহারা অবশ্যই পড়ে, কিন্তু ইহারা কাফের।" ইহা দ্বারা বোঝা যায়, বাহিরের আহমদিগণ সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা এই যে, তাহারা নামাজ পড়েন। নতুবা অন্যান্য নানাবিধ এতেরাজের সঙ্গে এই এতেরাজও তাহারা নিশ্চয়ই করিত। কোন একজন আহমদী কোথাও কোন অন্যায় করিলে সমুদয় জমাতকেই অন্যায়াচরণকারী সাব্যস্ত করে। কোন একজন আহমদী কোথাও একটি মিথ্যা কথা বলিলে সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কেই তাহারা মিথ্যাবাদী বলে। কিন্তু তথাপি তাহাদের মুখ হইতে "আহমদিগণ নামাজ পড়ে না" বলিয়া কোন

এতেরাজ শোনা যায় না। অবশ্য কেহ কেহ অজ্ঞতা বা শত্রুতা বশতঃ বলে যে, আহমদিগণ কাদিয়ানের দিক মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, কিন্তু নামাজ না পড়ার কোন শেকায়েত তাহারা করে না; বরং সাধারণতঃ একথাই বলে যে, আহমদিগণ বড় নামাজী।

অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) এক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি কথাপ্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে দাড়ীওয়ালা কোন যুবক দেখিলেই সর্ব্ব-প্রথম তাঁহার মনে এই ধারণা হয় যে, এই যুবক হয়তঃ যুক্ত প্রদেশের অধিবাসী, নতুবা কাদিয়ানী। তিনি আরো বলেন যে, কাদিয়ানীগণ নামাজ খুব রীতিমত পড়ে এবং দ্বীনের যাবতীয় 'আহ্‌কাম' বা আদেশ-নিষেধ পালন করে, কিন্তু দুখের বিষয় তাহারা 'কাফের'। অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) তাঁহার এই কথাকে ঠিক সেই ব্যক্তির কথার সঙ্গে তুলনা করেন যে বলে, "সূর্য্যতো মস্তকোপরি, রোদ্রও প্রকাশিত হইতেছে, গরমও বোধ হইতেছে, অন্ধকারও বিদূরীত হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনো রাত্রি।" অতঃপর তিনি বলেন, এরূপ কথা সারা দিন বলিলেও কেহ মানিবে না।

অতঃপর বলেন, বস্তুতঃ, আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে আমাদের জমাতে নামাজের গুরুত্বের অনুভূতি যথেষ্ট আছে। কিন্তু তথাপি এখনো কতিপয় লোক আছে যাহারা নিজেদের বিচার মতেও নামাজের 'নীম' বা অর্দ্ধ 'তারেক, (ত্যাগী) এবং আমার বিচার মতে সম্পূর্ণ "তারেক"। কারণ, আমার মতে কেহ সারা জীবনে জানিয়া শুনিয়া একটি নামাজ ছাড়িলেও সে 'কাফের'। নামাজের দৃষ্টান্ত ঠিক সেই শিকারের জন্তু সমূহের ন্যায় যাহা কোন শিকারী পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখে কিন্তু কোন রূপে পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া একটি বাহির হইবার যুযোগ পাইলে অবশিষ্ট সকলগুলিই সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে। নামাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। একটি নামাজ বাহির হইবার অর্থ এই যে, হৃদয়ের জানালা খোলা রহিয়াছে এবং ফলে সবগুলি নামাজই বাহির হইয়া যাইবে এবং আর ফিরিয়া আসিবে না। অবশ্য তৌবা ইহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারে।

মসজিদের গুরুত্ব

অতএব নামাজ এক গুরু বিষয়। সুতরাং যে স্থানে নামাজ পড়া হয় সেই স্থানও আমাদের নিকট অতি গুরত্বপূর্ণ হওয়া হওয়া উচিত। আর এই মস্‌জিদ তো কোরান এবং হাদীস বর্ণিত স্বর্গীয় বাণী পূর্ণ করিতেছে। কোরান করীমে মসজিদ-আক্‌সার উল্লেখ আছে এবং হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এই মসজিদকে মস্‌জিদ-আক্‌সা বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে মসিহ-মাউদ (আঃ) ইহারই সন্নিকটে অবতীর্ণ হইবেন। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এই মিনারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসিহ মাউদ শ্বেত মিনারার নিকটে বা ইহার পূর্ব্বদিকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা। এই মিনারার পূর্ব্বদিকেই হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) বাসস্থান।

বস্তুতঃ **এই মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব আছে।** ইহার প্রসার এবং আবাদীর জন্য আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না তাহা অতি অল্প।...অন্যান্য মসজিদ সম্বন্ধে তো বলা যায় না, সে গুলি কত কাল পর্য্যন্ত আবাদ থাকিবে; কিন্তু ইহা তো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী। খানা-কাবা সম্বন্ধে যেরূপ কখনো অনাবাদ হওয়ার কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ এই মসজিদের আবাদী কমিবারও কোন ধারণা করা যায় না।

অতএব এই মসজিদে যাঁহাদের অর্থ ব্যয় হইবে তাঁহারা চিরস্থায়ী পুণ্যের অধিকারী হইবেন। সুতরাং ইহা এক বিশেষ পূণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ।...ইহাতে যে একটি পয়সাও লাগিবে তাহাও কেয়ামত পর্য্যন্ত সোয়াবের কারণ হইবে। অন্যান্য কোন মসজিদে দশ হাজার টাকা লাগাইয়াও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে না যে, তদ্বারা নির্ম্মিত মসজিদে চিরকাল খোদাতা'লার 'এবাদত' হইতে থাকিবে। কোন কোন মসজিদ শত্রু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং লোক তথায় বাড়ী তৈয়ার করিয়া ফেলে। কিন্তু এই মসজিদ খোদাতা'লার আদেশ দ্বারা মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সহিত ঐশী-প্রেমিক এরূপ এক জমাত সংবদ্ধ যাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার এই প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, তাঁহারা সর্ব্ব-জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে, যাঁহারা আজ সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ বটে, কিন্তু কোন কালে কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ হইবে, যাঁহারা তাঁহাদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত এই মসজিদের হেফাজতের জন্য দান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

আজ আমাদের এই দুর্ব্বল অবস্থায়ও কোন পরাক্রমশালী হইতে পরাক্রমশালী গবর্ণমেণ্টও কম্পিত-হৃদয় না হইয়া ইহার প্রতি চোখ উঠাইয়া চাহিবার ধারণা করিতে পারিবে না। আইমদীয়া জমাতের ছোট ছোট শিশুগুলি কোরবান হইয়া যাইবে, কিন্তু তথাপি এই মসজিদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। এমন দিনও আসিবে যে, কোন অমোসলমান গবর্গমেণ্টও এই এলাকা আক্রমণ করিলে, প্রথম উহাকে এই ঘোষণা করিতে হইবে যে, আহ্‌মদীয়া জমাতের 'জজবাত' বা অনুভূতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং এরূপ ঘোষণা না করিয়া উহা কখনো এই এলাকার দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না।

আজ আল্লাহ্‌তা'লা পুরস্কার দানের জন্য উদগ্রীব। যে যত পার চাহিয়া লও। এরূপ সুযোগে চাহিতে যে ত্রুটি করিবে সে নেহায়েতই বেকুফ। **আজ এরূপ এক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, লোক এক পয়সা দিয়াও মহা পুণ্যের ভাগী হইতে পারে।**...দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর লোকও ইহাতে শামেল হইতে পারে; বরং এক অন্ধ খঞ্জ ব্যক্তিও নিজ বাচানো রুটির টুকরাটুকু দিয়া বলিতে পারে "এইটুকু বিক্রি করিয়া খরচ কর", এবং তাহার এইরূপ দানে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। শত সহস্র টাকা দিলেই পুণ্যে শামেল হওয়া যায়, ইহা লোকের এক ভ্রান্ত ধারণা। এক পয়সা দিলেও সোয়াবে শামেল হওয়া যায়।

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ (আইঃ) বলেন যে, এই মসজিদের জন্য একটি স্থায়ী ফাণ্ড সংগ্রহ করা আবশ্যক, যেন আবশ্যক মত ইহা প্রসারিত করা যায়।

এই মসজিদ দুনিয়াতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে। প্রথম, খানা-কাবা, দ্বিতীয় মসজিদ-নবুয়ী এবং তৃতীয় এই মসজিদ হইবে। সুতরাং ইহার প্রসারের প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে, যেন সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, লোক নামাজ পড়িতে আসিলেও ইহাতে স্থান সঙ্কুলান হয়।

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক আহমদীই এই পুণ্যে আপন আপন অংশ গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং কেহ ইচ্ছা করিলে এক পয়সা দু পয়সা দিয়াও সাহায্য করিতে পারেন। কাদিয়ানের লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় দশ হাজার। তন্মধ্যে প্রায় আট হাজার আহমদী। জন-প্রতি একআনা করিয়া দিলেও পাঁচ শত টাকা এখানেই সংগৃহীত হইতে পারে।

সুতরাং এই মসজিদ সম্প্রসারণ কার্য্য স্থগিত থাকিবার কোনই কারণ নাই। আমার মনে হয় কর্ম্মীগণ এই বিষয়টি জমাতের সাম্‌নে ভাল করিয়া পেশ করেন নাই। বিষয়টি ভাল করিয়া পেশ করিলে এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট টাকা সংগৃহীত না হইয়া পারে না।...বয়োপ্রাপ্ত লোকদের কথা ছাড়িয়া দিন, যদি এই বিষয়টি জমাতের সম্মুখে উত্তমরূপে পেশ করা হইত, তবে আমার মনে হয়, পনর বছরের বালক-বালিকাগণও ইহা পূর্ণ করিতে পারিত।

জলসায় আগত অতিথিগণের প্রতি

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) জলসার উপলক্ষে আগত মেহমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, সালানা-জলসা হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার 'এলহাম' এবং আদেশের অধীন কায়েম করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দুনিয়ার অন্যান্য সভা সম্মিলনী হইতে পৃথক মর্য্যাদা রাখে। একমাত্র ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই এই সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। আল্লাহ্‌তা'লার বাণী ও গৌরব ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ইহাতে বক্তৃতা হয়। ইহাতে যোগদানকারী বন্ধুগণ সর্ব্বপ্রকার পার্থিব স্বার্থ বলি দিয়া কেবল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এখানে আসেন এবং এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কষ্ট বরণ করেন—থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, শীতের কষ্ট ইত্যাদি। কোন বিষয়ের জন্য যতোধিক কোরবানী করা হয় উহার ততোধিক 'কদর'ও হওয়া উচিত।

অতএব এই কয় দিবস নামাজ, দোয়া এবং জেক্‌রে এলাহী এবং পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাতে উৎসর্গ করা উচিত। ইসলাম যে সাম্য প্রতিষ্ঠীত করিতে চায় তাহা পরস্পরের সহিত প্রচুর দেখা-সাক্ষাৎ, মিলন ও পরিচয়-লাভ ব্যতিরেকে সাধিত হইতে পারে না। বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে বর্ত্তমানে যে দূরত্ব রহিয়াছে তাহা অপসারিত না করা পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যতা লাভ অসম্ভব। এই পর-পর ভাব দূর করিবার একমাত্র উপায় পরস্পরের সহিত প্রচুর পরিমাণে দেখা-সাক্ষাৎ করা যেন ধীরে ধীরে পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, বিহারী, মান্দ্রাজী এবং ভারতীয়, চীন, জাপানী, ইংরাজ ও মিসরীয় ইত্যাদি ভেদ-বৈষম্য

দূরীভূত হইয়া সকলই একই মানুষ রূপে দৃষ্ট হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তো সকলকেই মানুষ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরাজ, ভারতীয়, চীনী ইত্যাদি বৈষম্য তো মানুষ স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা পুনরায় ঠিক সেইরূপ মানুষই হইতে পারি যেরূপ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে পরস্পরের মধ্যে যে দূরত্ব রহিয়াছে তাহা দূরীভূত হয়।

অবশ্য প্রথম সাক্ষাতে প্রেমের ভাব সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্ত্তে এক প্রকার বৈরী ভাবই সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন, কোন জঙ্গলী টীয়া বা ঘোড়া প্রথম প্রথম বড়ই গোলমাল করে, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সেই টীয়াই হাতে আহার করে এবং সেই ঘোড়াই সোয়ারী বহন করে।

সুতরাং এই সকল বৈষম্য বিদূরীত করিবার জন্য পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ আবশ্যক। অবশ্য কিছু না কিছু বৈষম্য থাকিয়াই যাইবে। ঈদৃশ বৈষম্য সম্বন্ধেই রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—اختلاف امتی رحمۃ।—অর্থাৎ, আমার উম্মতে বৈষম্য একটি আশীষ বিশেষ। কিন্তু এই বৈষম্য যখন লড়াইয়ের কারণ হয়, তখন মানুষ উম্মত হইতে বহিষ্কৃত হয়। সুতরাং এই কয় দিবস উত্তম হইতে উত্তম কাজে অতিবাহিত করা উচিত।

তাহ্‌রিক-জদীদের "ওয়াদা" প্রেরণের শেষ তারিখ—৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৯

"সাবেকুন্" শ্রেণীভুক্ত হইবার শর্ত্ত ও সুযোগ

আগামী বৎসর বিশেষ করিয়া হিন্দু ভ্রাতাগণকে বার্ষিক জলসায় আনিবার চেষ্টা কর

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯, তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

(১)

সর্ব্বপ্রথম আমি তাহ্‌রিক-জদীদের পঞ্চম বর্ষের 'ওয়াদার' 'মেয়াদ' সম্বন্ধে ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গদেশ এবং মাদ্রাজের অধিবাসী ছাড়া অন্যান্য সকল ভারতবাসীর জন্য এবৎসরের চাঁদা লেখাইবার শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী। বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজের ভাষা ভিন্ন বলিয়া সেই দুই প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সর্ব্বদাই অধিক সময় দেওয়া হয়। অতএব উক্ত দুই প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া অন্যান্য বন্ধুগণ হইতে সেই ওয়াদাই গ্রহণ করা হইবে যাহা ইতিমধ্যে দফ্‌তরে পৌছিয়া থাকিবে, বা যাহাতে ১১ই ফেব্রুয়ারীর ডাক মোহর থাকিবে। কারণ, ১০ই ফেব্রুয়ারী শেষ তারিখ হওয়ায় সেই দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেহ 'ওয়াদা' লিখিয়া চিঠি পোষ্ট করিলে সেই দিনই তাহা পোষ্টাফিস হইতে রওয়ানা না হইয়া তৎপর দিবস, অর্থাৎ ১১ই ফেব্রুয়ারী, তাহা রওয়ানা হইবে। সুতরাং যে সকল চিঠিতে ১১ই ফেব্রুয়ারীর মোহর থাকিবে সেই সকল ওয়াদাও গ্রহণ করা হইবে।

বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য জমাত সমূহের ওয়াদা ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। দূরবর্ত্তী পাশ্চাত্য দেশসমূহের 'ওয়াদা' অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ৩০শে জুন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। সেই সকল দেশে চিঠি-পত্রাদি পৌছিতে বিলম্ব হয়, দ্বিতীয়তঃ ভাষা ভিন্ন বলিয়া সেখানকার কর্ম্মিগণকে তাহরিক অনুবাদ করিয়া পৌছাইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমি অদ্য পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। বিষয়টি এই যে, বিগত সালানা জলসায় আমি বলিয়াছিলাম যে **তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদায় শেষ পর্য্যন্ত**

যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের এক লিষ্ট প্রস্তুত করা হইবে এবং এই লিষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হইবে—এক ভাগে ঐ সকল লোকের নাম উল্লেখ করা হইবে যাঁহারা ক্রমাগত দশ বৎসর নিয়মমত চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন এবং চাঁদার পরিমাণ কম করিয়া থাকিলে তাহাও নিয়মাধীনই করিয়াছেন। **অপর ভাগে যাঁহারা ক্রমাগত দশবৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যেক বৎসরই তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের নাম থাকিবে।**

এখানে আমি একটু বলিতে চাই যে, আমি চাঁদা কমাইবার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক বৎসর একই হারে চাঁদা দেওয়ার কারণ আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এক ব্যক্তির হয়তো পাঁচ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না; এরূপ ব্যক্তি হয়তো আমার অনুমতি পাওয়ার আপন চাঁদা কমাইয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম বৎসর পাঁচ টাকা স্থলে সাড়ে চারি টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে চারি টাকা, তৃতীয় বৎসরে সাড়ে তিনটাকা, চতুর্থ বৎসরে তিন টাকা এবং তৎপর তিন বৎসর প্রতি বৎসর তিন টাকা করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু সামান্য মাত্র বৃদ্ধি করিলে যথায় **"সাবে-কুন্নুল-আওয়ালুন"** শ্রেণীভূক্ত হওয়া যায় তথায় প্রত্যেক বৎসর এক সমান চাঁদা দেওয়ার কারণ আমি বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বৎসরই পাঁচ টাকা করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি অনায়াসেই প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ এক আনা করিয়া বৃদ্ধি করিয়া **"সাবেকুন্"** বা প্রত্যেক বৎসর অগ্রগামী শ্রেণীভূক্ত হইতে পারিতেন। এরূপ ব্যক্তিগণ কয়েক আনার জন্য কৃপণতা করিয়া কেন যে "সাবেকুন্নুল-আওয়ালুন্" শ্রেণীভূক্ত হন নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক বৎসর এক আনা করিয়া বাড়াইলেই যথায় "সাবেকুন" হওয়া যাইত, তথায় তাহা না করার কারণ হয়তো অজ্ঞতা, আর না হয় সাবেকুনের মর্য্যাদা-বোধের অভাব। যাঁহারা কমাইয়াছেন তাঁহারা হয়তো আর্থিক অসুবিধা বশতঃ কমাইয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা প্রতি বৎসর একই হারে দিয়াছেন তাঁহাদের এরূপ করার কারণ আমি বুঝিতে পারি না, কেননা, তাঁহারা নিরর্থক এক মহাপুণ্য সঞ্চয় হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। অবশ্য কেহ একথা বলিতে পারেন "গত বৎসর পাঁচ টাকা দিয়াছিলাম, এবার ছয় টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নাই"। কিন্তু এক টাকা করিয়াই যে বৃদ্ধি করিতে হইবে এরূপ তো কোন কথা নাই। বৃদ্ধির তো কোন হারই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং এক আনা বা এক পয়সা বেশী দিলেও বৃদ্ধি হইত। অতএব এক পয়সা করিয়াও বৃদ্ধি করিয়া "সাবেকুন" শ্রেণীভূক্ত না হওয়া এবং প্রতি বৎসর পাঁচটাকা বা দশ টাকা করিয়াই দিতে থাকা, ইহা কি 'না-দানী' বা অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে?

বস্তুতঃ, কতিপয় লোক প্রকৃত বিষয় বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন যে, পাঁচ টাকা স্থলে দশ টাকা না করিলে বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু আমরা তো কেবল ইমান-বৃদ্ধির পরিচয় চাই, তাহা এক পয়সা দিয়াই হউক, আর এক আনা দিয়াই হউক, বা দশ, বিশ, শ', দু'শ টাকা দিয়াই হউক। অতএব সামান্য মাত্র বৃদ্ধি দ্বারা 'সাবেকুন' হইতে চেষ্টা না করার কারণ আমার নিকট অবোধ্য!

যাহা হউক, আমি ইহা ব্যক্ত করিয়া দিতে চাই যে, **যাঁহারা এক হারে চাঁদা দিয়া আসিতেছেন তাঁহারা সামান্য মাত্র বৃদ্ধি করিয়া "সাবেকুন্নল-আওয়ালুন" শ্রেণীভূক্ত** হউন। গতবৎসর পাঁচ টাকা দিয়া থাকিলে এ বৎসর পাঁচ টাকা এক আনা করুন, তাহাও করিবার ক্ষমতা না থাকিলে পাঁচ টাকা এক পয়সা করুন। কারণ "সাবেকুন্" হওয়ার জন্য কেবল বৃদ্ধিই আবশ্যক, পরিমাণ কোন নির্দ্দিষ্ট নাই।

অতএব চাঁদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বন্ধুগণ আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করুন এবং **যাঁহারা অতীতের কয়েক বৎসর ভুল করিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন ভুল সংশোধন করিয়া "সাবেকুন" শ্রেণীভূক্ত হউন। যাঁহারা বিগত প্রত্যেক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা "সাবেকুন" শ্রেণীভূক্ত হইতে হইলে অবশিষ্ট বৎসর সমুহেও এই ভাবে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা প্রথম তিন বৎসর বৃদ্ধি করিয়া তৃতীয় বৎসর আমার অনুমতি ক্রমে কমাইয়া প্রথম বৎসরের সমান চাঁদা দিয়াছেন**—যথা, প্রথম বৎসর পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর দশ টাকা এবং তৃতীয় বৎসর পনর টাকা দিয়া চতুর্থ বৎসর পুনরায় পাঁচ টাকাই দিয়াছেন—তাঁহারা যেহেতু চতুর্থ বৎসর আমার অনুমতিক্রমে নিয়মের অধীনই কমাইয়াছেন, সুতরাং **তাঁহাদের বৃদ্ধি পঞ্চম বৎসর হইতেই ধরা যাইবে**। তাহারা ইচ্ছা করিলে পাঁচ টাকা স্থলে পাঁচ টাকা এক আনা, পাঁচ টাকা, চারি আনা, ছয় টাকা, সাত টাকা বা আট টাকা দিয়া 'সাবেকুন' শ্রেণীভূক্ত হইতে পারেন। বরং এক

পয়সা দিয়াও এক ব্যক্তি আপন চাঁদা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং এরূপ ব্যক্তি বৃদ্ধিকারীগণের মধ্যেই গণ্য হইবেন; শর্ত্ত এই যে, আগামীতে আর কমাইতে পারিবেন না, এবং প্রত্যেক বৎসরই পূর্ব্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি করিতে হইবে। বৃদ্ধি চতুর্থ বৎসরের চাঁদার উপরই করিতে হইবে। তৃতীয় বৎসরের চাঁদার উপর নয়, কেননা তাঁহারা আমার অনুমতি ক্রমেই চতুর্থ বৎসর কম করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বৎসর সমূহে এইরূপে বৃদ্ধি করিতে থাকিলে তাঁহারা সাবেকুন্ শ্রেণীভুক্তই গণ্য হইবেন; কিন্তু যাঁহারা চতুর্থ বৎসর চাঁদা কমান নাই, বরং তৃতীয় বৎসর অপেক্ষা অধিক দিয়াছিলেন তাঁহারা এখন আর পিছে হটিতে পারিবেন না; তাঁহারা এখন ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া যাইতে থাকিলেই "সাবেকুন" শ্রেণীভুক্ত থাকিতে পারিবেন।

বিষয়টি আর একটু পরিস্কার করিয়া বলিতেছি। এক ব্যক্তি প্রথম বৎসর পাঁচ টাকা দিয়াছেন, দ্বিতীয় বৎসর পাঁচ টাকার উপর এক আনা, বা দুই আনা বা চারি আনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তৃতীয় বৎসর আরো অধিক দিয়াছেন, কিন্তু চতুর্থ বৎসর পুনরায় পাঁচ টাকাই দিয়াছেন, আবার পঞ্চম বৎসর পাঁচ টাকা এক আনা, বা দুই আনা, বা চারি আনা দিলেন, ষষ্ঠ বৎসর আরো অধিক দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বাড়াইতেই লাগিলেন— এই ব্যক্তির চতুর্থ বৎসরের চাঁদা যদিও তৃতীয় বৎসর অপেক্ষা কম, কিন্তু প্রথম তিন বৎসরের দৌড়ে যেহেতু তিনি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সাত বৎসরের দৌড়েও বৃদ্ধি করিয়াই দিয়াছেন, অতএব চতুর্থ বৎসর কম করা সত্ত্বেও তিনি "সাবেকুন" বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। কেননা, উভয় দৌড়ই পৃথক এবং উভয় দৌড়েই তিনি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

অপর ব্যক্তি প্রথম বৎসর পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর পাঁচ টাকা এক আনা তৃতীয় বৎসর পাঁচ টাকা দুই আনা, চতুর্থ বৎসর পাঁচ টাকা তিন আনা, পঞ্চম বৎসর পাঁচ টাকা চারি আনা এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরই তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে কিছু না কিছু বৃদ্ধি করিয়াই দিয়াছেন। এই ব্যক্তিও 'সাবেকুন্' মধ্যেই পরিগণিত হইবেন।

আমি একথাও পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই যে, যিনি এই দৌড়ে মৃত্যু লাভ করিবেন তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণা করা হইবে যে, তিনি শেষ পর্য্যন্তই চাঁদা দিয়াছেন। জীবদ্দশায় তিনি যে শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে সেই শ্রেণীভুক্তই গণ্য করা হইবে এবং একথা বলা যাইবে না যে, তিনি পূর্ণ দশ বৎসর চাঁদা দেন নাই; কেননা সোয়াব নিয়তের উপর নির্ভর করে, মানুষের ক্ষমাতীত কর্ম্মের উপর নয়।

(২)

অতঃপর আমি বন্ধুগণকে বলিতে চাই যে, এ বৎসর আমাদের জলসায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হিন্দু ও শিখ ভ্রাতা যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যারিষ্টারও ছিলেন, উকিলও ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন, ডাক্তারও ছিলেন, জমিদার বা কৃষকও ছিলেন। অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন হিন্দুদের মধ্যে অধিকতর ভদ্রতা ও নম্রতার উল্লেখ করিয়া বলেন, "তাঁহাদের মধ্যে আমাদের জলসায় যোগদানের আগ্রহ হওয়া এবং আমাদের নিকটই থাকা বড়ই আনন্দের বিষয়। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোককে দেখিয়াছি, তিনি আমার বক্তৃতা অন্যান্য আহমদী ভ্রাতাগণের ন্যায়ই রীতিমত নোট করিয়াছেন।

বিগত আট দশ বৎসর যাবৎ আমরা গয়ের-আহমদী মোসলমান ভ্রাতাগণকে আমাদের জলসায় আনিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে আমরা খুবই কৃতকার্য্য হইয়াছি। শত শত গয়ের-আহমদী আসিয়া থাকেন এবং শত শত 'বয়েত' করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রথম একটু বীতশ্রদ্ধ থাকেন, এখানে আসার পর বক্তৃতাদি শুনিয়া তাঁহাদের হৃদয় খুলিয়া যায় এবং তাঁহারা বয়েত করিয়া যান।

অতএব হিন্দু ভ্রাতাগণকেও আমাদের জলসায় আনিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্ব-প্রথম আমাদের জলসায় মাত্র এক জন হিন্দু বন্ধু যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। সেই বন্ধু এখন আহমদী। আর একজন হিন্দু ভ্রাতা আছেন; তিনি এখনো আহমদী হন নাই, কিন্তু আহ্‌মদীয়তের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং চিঠিতে লিখিয়াছেন, "আমার মনে হয় এখন আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণের সময় হইয়াছে"। দিল্লীতে আর এক জন বন্ধু আছেন। তিনি কতিপয় প্রতিবন্ধকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি দূরীভূত হইলে নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব।"

সুতরাং খোদাতা'লার ফজলে হিন্দু ভ্রাতাগণের মধ্যে এক পরিবর্ত্তন বোধ হইতেছে। কোন কোন হিন্দু বন্ধু ক্রমাগত চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ আমাদের জলসায় আসিয়াছেন এবং পরিণামে সত্য গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অতএব ভবিষ্যতে হিন্দু ভ্রাতাগণকে জলসায় আনিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁহারা এখানে আসিয়া মোসলমান না হউক, কিন্তু যদি তাঁহারা এখান হইতে একটি ভাল ধারণা নিয়া যান তাহাতেও অনেক উপকার হইবে। বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা দোষারোপের তাঁহারা প্রতিবাদ করিবেন। প্রত্যেক বিষয়ই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের দিক দিয়া চিন্তা করিতে নাই। তাঁহাদিগকে এখানে আনিবার উদ্দেশ্য কোন মোসলমান করা নয়, বরং আহমদীয়া মতবাদ জ্ঞাত করাই উদ্দেশ্য। তাঁহারা জানুক আমরা কি বলি, বা কি ভাবি।

অতএব আমি বন্ধুগণকে তাহরিক করিতেছি যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা হিন্দু ভ্রাতাগণকে সঙ্গে নিয়া আসিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা তাঁহাদের খাওয়ার পৃথক বন্দোবস্ত করিব। এক জন হিন্দু বাবুরচি রাখিয়া তাঁহাদের খাওয়ার প্রস্তুত করাইব। অবশ্য আজকাল বহু শিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতা মোসলমানদের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পৃথক বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এবারকার উপস্থিত হিন্দু ভ্রাতাগণের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বন্ধু পৃথক বন্দোবস্তে আপত্তি জানান। বস্তুতঃ অনেক পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে তাঁহাদের মধ্যে এরূপ শিষ্টাচার ও ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায় যাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাদের জন্য পৃথক বন্দোবস্তই করিব। সুতরাং বন্ধুগণ ভবিষ্যতে হিন্দু ভ্রাতাগণকে সঙ্গে আনিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

তাহ্‌রিক-জদীদ *

[আল্‌-হজ্ব মৌলানা আবদুর রহীম নাইয়ার—ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও আমেরিকার মিশনারি]

তাহ্‌রিক-জদীদের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে বলিয়াছেন :—

يا ايها الذين امنوا امنوا—(نساع ٢٠)

অর্থাৎ, "হে মোসলমানগণ! পুনরায় মোসলমান হও এবং আল্লাহ, তাঁহার রসুল, কোরান ও তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশী গ্রন্থ সমূহে ইমান আন"। পুনরায় আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—

হে মোসলমানগণ,—

استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم

অর্থাৎ, "রসুল যখন তোমাদিগকে নব-জীবন ও নব-প্রেরণা দানকারী কোন তাহ্‌রীকের প্রতি আহ্বান করেন, তখন আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের আদেশ পালন কর।"

এই সকল আয়েতে আল্লাহ্‌তা'লা নব-ইমান ও নব-আমলের প্রতি তাকীদ ও আদেশ করিয়াছেন।...অতএব তাহ্‌রিক-জদীদ আল্লাহ্‌তালার এল্‌হাম অনুযায়ী মোমেনদের প্রতি—পুনরায় হুসিয়ার, বদ্ধপরিকর এবং ইমান ও আমলে 'চুস্‌ত' হওয়ার আবশ্যকতার ঘোষণা।

তাহরিক-জদীদের গুরুত্ব

যদিও তাহরিক-জদীদ সম্বন্ধে হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলিয়াছেন—"আমার এই আহ্বান 'এখ্‌তিয়ারী' বা প্রত্যেকের স্বেচ্ছাধীন, যে ইচ্ছা করে সে যোগদান করুক"—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে,—**"শব্দগুলি আমার, কিন্তু আদেশ আল্লাহ্‌র"।**

অতঃপর জোনাব মৌলানা সাহেব 'তাজ্‌কেরা' গ্রন্থ হইতে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ কতিপয় এল্‌হামের উল্লেখ করেন, যাহাতে আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) "পাঁচ হাজার" সাহায্যকারী সিপাহীর এবং বন্দীদের মুক্তিদাতা এক সন্তানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং বলেন যে, দ্বিতীয় খেলাফতে এই তাহ্‌রিক-জদীদের প্রবর্ত্তন আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছাধীনই হইয়াছে এবং ইহার গুরুত্ব অসীম।

তাহরিক-জদীদের উদ্দেশ্য

তাহরিক-জদীদের 'মোজাহেদ' সিপাহীগণকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌তা'লার 'বাদ্‌শাহাত' কায়েম করার জন্য নিম্ন-লিখিত

---

* বিগত সালানা জলসার বক্তৃতার সার-মর্ম্ম—সঃ আঃ

উদ্দেশ্য-সমূহ সম্মুখে রাখিতে হইবে :—

১। বিগত কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারী সেলসেলার যে অবমাননা করিয়াছে তাহার প্রতিকার করা এবং আহ্‌রারগণের চেলেঞ্জের উত্তর দান।

২। জমাতের এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায় সমূহের মনোভাবের এক পরিবর্ত্তন আনয়ন।

৩। পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিকার সাধন।

৪। ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ দূরীকরণ।

৫। যথাসম্ভব অধিক মোবাল্লেগ তৈয়ার করা।

৬। 'মরকেজ' বা কেন্দ্রের 'হেফাজত'।

৭। কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত করা।

৮। 'তাকুয়া' বা ধর্ম্মপরায়ণতার পথে পরিচালিত করা।

৯। শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

১০। শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ।

তাহরিক-সেনার কর্ম্ম-পদ্ধতি

এ প্রসঙ্গে তিনি হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জনৈক অ-দেখা 'আশেক' হজরত আভেস্ করণীর (রাঃ) নিম্ন-লিখিত উপদেশাবলী—যাহা তিনি হজরত ওমরের (রাঃ) প্রেরিত দূত বারাম-বিন্ হাইয়ানকে দিয়াছিলেন—উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহরীক-জদীদের মোজাহেদ মেম্বরগণকে 'এশ্‌ক্', 'মহব্বত', 'কোরবাণী', ত্যাগ ও জীবন-পদ্ধতিতে হজরত আভেসের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ সমূহ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

হজরত আভেস করণীর উপদেশাবলী :—

১। আল্লাহ্‌র কেতাবকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখ।

২। সংশোধনকারীগণের পথ অবলম্বন কর।

৩। মৃত্যুকে প্রতি মূহুর্ত্তে স্মরণ রাখিতে ভুলিও না।

৪। দ্বীনী কৌমের 'তরবীয়ত' কর এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট-জীবকে তবলীগ করিতে বিরত হইও না।

৫। জমাতে ঐক্য ও মিলন রাখ।

তাহ্‌রীকের কৃতকার্য্যতা

বিগত ২৩শে নবেম্বর, ১৯৩৪, হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) তাহরিক-জদীদের সূচনা করেন এবং এই চারি বৎসরে জমাত এবং 'মোজাহেদগণ' যাহা সাধন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসা ও গৌরবের বিষয়। কতিপয় মোজাহেদ দূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কতিপয় বন্দী হইয়াছেন, কতিপয় শহীদ হইয়াছেন। হাঙ্গেরী, পোলেণ্ড, জোকে-শ্লাভেকিয়া, যুগুশ্লাভিয়া ও আরজেণ্টাইনে পাঁচটি নূতন জমাত হইয়াছে। তাহরিক-জদীদের উদ্দেশ্যগুলি এক একটি করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে,—(১) গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-কৃত অবমাননার প্রতিকার হইয়াছে, আহরারদের চেলেঞ্জের জোওয়াব হইয়াছে, (২) জমাতের নিজ মনো-বৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং রাজ-নৈতিক বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করায় এবং প্রতিবেশীদিগের নিকট জমাতের কার্য্যপদ্ধতি ও স্বদেশ-প্রেমের এজ্‌হার হওয়ায় অনেক ভ্রান্ত ধারণার—বিশেষ করিয়া আহমদীয়া জমাতের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর হওয়ার ধারণার—অপনোদন হইয়াছে ; (৩ ও ৪) সরল-জীবন পাশ্চাত্য প্রভাব বিদূরীত করিয়া ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দূর করিয়াছে ; (৫) পাঁচ হাজারেরও অধিক "মোজাহেদ' ধর্ম্ম-যোদ্ধা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় মুবাল্লেগদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; (৬) কাদিয়ানের চতুষ্পার্শ্বে তবলীগে জোর দেওয়ায় এবং তাহরিক-ফাণ্ড দ্বারা কাদিয়ান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সম্পত্তি ক্রয় করায় মরকেজের 'মজবুতী' হইয়াছে ; (৭ ও ৮) রোজা এবং তাহাজ্জদে জোর দেওয়ায় এবং হুজুরের ক্রমাগত প্রদত্ত খোৎবার ফলে দোয়ায় মশগুল থাকায় জমাত তাকুয়ায় উন্নতি করিয়াছে ; যুবকগণের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে এবং তাহারা তাহরিক-জদীদের মোতালেবা সমূহে 'লাব্বায়েক' বলিয়া অগ্রসর হইয়া কোরবানীর স্পৃহার পরিচয় দিতেছে এবং (৯) শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং (১০) শয়তানের সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং শত্রুগণ তাহা অনুভব করিতেছে।

অতঃপর তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ বীরবাহীনীর সম্মুখে তাহরীক-জদীদের মোতালেবাগুলি পেশ করেন।

প্রথম মোতালেবা—সরল-জীবন

সুফিগণ বলিয়া থাকেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য অল্প আহার, অল্প নিদ্রা, অল্প কথা বলা আবশ্যক ; এবং

আরো বলেন যে, খাওয়া পরা ও থাকার সামগ্রী অপরিহার্য্য প্রয়োজনানুযায়ী হওয়া উচিত; তদধিক হইলেই তাহা বিলাস সামগ্রীতে পরিণতঃ হয়, যাহা মানুষকে নরকের দিকে নিয়া যায়। তাহরিক-জদীদ আহমদীদিগকে এই নরকাগ্নি হইতে বাঁচাইতে চায়; জগৎ এই অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এই জন্যই হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলিয়াছেন, যে, দুনিয়ার ভবিষ্যৎ শান্তির ভিত্তি এখন এই সরল-জীবনের উপর নির্ভর করে।

(ক) খাদ্য

হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, (১) "যে পেট ভরিয়া খাইয়াছে তাহার প্রতি আধ্যাত্মিক বাদশাহাতের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে।" (২) "উত্তম কার্য্য,—অল্প খাওয়া, অল্প হাসা, এবং আবরণীয় অঙ্গগুলি আবৃত হইলেই সন্তুষ্ট থাকা।" (৩) "শয়তান মানুষের শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে থাকে; ইহার পথ অল্প পানাহার দ্বারা রুদ্ধ করিতে হয়।" (৪) "মোমেন এক দাঁতে খায় এবং মোনাফেক সাত দাঁতে খায়।" (৫) "সর্ব্বদা বেহেস্তের দ্বারে করাঘাত করিতে থাক"; ইহাতে হজরত উম্মোল-মোমেনীন আয়শা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া করাঘাত করিবে"? হুজুর উত্তর করিলেন, "ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা"।

সুতরাং তাহরিক-জদীদের প্রথম মোতালেবা,—খাদ্য ও খাদ্যাড়ম্বর কম করা এবং হজরত রসুল করীমের (সাঃ) নির্দ্দেশানুযায়ী উদরের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য দ্বারা এবং এক ভাগ, পানীয় দ্বারা পূর্ণ করা এবং অবশিষ্ট এক ভাগ 'জেকেরে-এলাহী' বা আল্লাহ্‌তা'লার নাম ও গুণ স্মরণের জন্য খালি রাখা এবং খাদ্যের রকম এবং পরিমাণ কমাইয়া এক তরকারীতে সন্তুষ্ট থাকিয়া বেহেস্তের পথ প্রস্তুত করা।

(খ) পোষাক ও অলঙ্কার

ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ দূরীভূত করিবার ব্যাপারে সরল পোষাক বড়ই কার্য্যকরী। এই জন্যই হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলিয়াছেন, "সরল-জীবন অবলম্বন ছাড়া আমরা ভবিষ্যতে রণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। ইহাতে আমাদের ইমানের পরীক্ষা রহিয়াছে। স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণকে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যেন তাহারা কষ্ট সহিষ্ণু হন এবং পোষাক ও খাদ্যে সরলতা অবলম্বন করেন। স্ত্রীলোকগণ যেন ফেরীওয়ালা হইতে লেস্, ফিতা ইত্যাদি খরিদ না করেন এবং নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত না করেন। পুরুষগণও স্ত্রীলোকদিগকে কোন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিবেন না। অর্থনীতির দিক দিয়া অলঙ্কার অতি ক্ষতিকর জিনিষ।" এই আদেশের উপর আমল করিবার জন্য হজরত অমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) এত জোরে তাকিদ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা এই হেদায়েত পালন না করে, তাহাদিগ হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও"।

(গ) শাদি-বিবাহ

শাদি-বিবাহ উপলক্ষে আড়ম্বর ও প্রথা পালন মানুষকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উভয় পক্ষ অন্যায় খরচে বিপদ গ্রস্ত হয়। এই জন্যই তাহরিক-জদীদে যোগদানকারী বন্ধুগণ প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, (১) বৃথা প্রথা-পালন হইতে বাঁচিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে কিছু অলঙ্কার, কাপড় এবং কিছু নগদ টাকা উপঢৌকন স্বরূপ দিবেন, (২) অলিমায় দশ পনর জন লোককে নিমন্ত্রণ করা যথেষ্ট, জ্ঞান করিবেন, কিম্বা 'সোরবা পাক করিয়া খান্দানের লোকদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবেন, (৩) অবশ্য 'মোহর' নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী ধার্য্য করিবেন।

চিকিৎসা

ঔষধ পথ্যাদির বেলায়, বেশী মূল্যের পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার না করিয়া, কিম্বা অধিক ফিস দিয়া চিকিৎসা না করাইয়া অল্পমূল্যের ঔষধ ব্যবহার করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ, ইউনানী বা হোমিওপেথিক বা সরকারী চিকিৎসালয়ের ঔষধ ব্যবহার করিলে অনেক ব্যয়-সঙ্কোচ হইতে পারে।

সিনেমা

যখন হইতে সিনেমা এদেশে আসিয়াছে তখন হইতে ইহা এদেশের এক বৃহৎ সংখ্যক লোকের চক্ষু নষ্টের, অনিদ্রার, চরিত্র-নষ্টের এবং কঠোর পরিশ্রমোপর্জ্জিত অর্থ বিনষ্টের কারণ হইয়াছে। এই জন্যই তাহরিক-জদীদে হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) ইহা বর্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

অতএব বন্ধুগণ সরল-জীবনের উপরোক্ত বিষয়গুলি পালন করতঃ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় ও অর্থ সঞ্চয় করতঃ নিজ আর্থিক অবস্থা শোধরাইতে এবং ইসলামের খেদমত করিতে যত্নবান হইবেন।

দ্বিতীয় মোতালেবা—আমানত

মোসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা আপন অর্থ কোন 'মাহফুজ' স্থানে আমানত রাখতে ইচ্ছা রাখেন। আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছাও ইহাই যে, মোমেন খৃষ্টানদের ন্যায় কেবল অদ্যকার রুটিই চাহিবে না, বরং—

ولتنظر نفس ما قدمت لغد —

—অর্থাৎ, "কল্যকার জন্য কি জমা করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবে"।

তৃতীয় মোতালেবা

গালি ও কটূক্তি পূর্ণ পুস্তিকাদির প্রত্যুত্তর

যে সকল ঘটনা নিচয় হজরত আমিরুল-মোমেনীনকে (আইঃ) তাহরিক-জদীদ প্রবর্ত্তন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তন্মধ্যে শত্রুপক্ষের কুবাক্য-পূর্ণ পুস্তিকাদি অন্যতম। এই সকল পুস্তিকার সাহায্যে শত্রুগণ আহমদীয়া সিলসিলার প্রতি শ্রদ্ধাবান লোকগণকে সিলসিলার প্রতি বিতশ্রদ্ধ করিয়াছে এবং ঐ সকল লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞতা ও তাঁহাদের সরলতার সুযোগ নিয়া তাঁহাদিগকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে। যথা "His Holiness" এবং প্রফেসার বারনি প্রণীত "কাদিয়ানী ধর্ম্ম" ইত্যাদি পুস্তিকার প্রকাশ ও বিনা মূল্যে বিতরণে বহু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল পুস্তিকার প্রত্যুত্তর এরূপ ভাবে লিখিতে হইবে যেন ইহাদের কুফল দূরীভূত হয় এবং এগুলি খুব বিক্রি হয়।

পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাদি বিক্রয়ে বন্ধুগণ যে সকল অসুবিধা পেশ করিয়া থাকেন তাহা সেকেন্দরাবাদে জোনাব আবদুল গফুর সাহেব কর্ত্তৃক এবং কাদিয়ানে মৌলবী আবদুল কুদ্দুস্ মালাবারী কর্ত্তৃক অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত বন্ধু রেলওয়েতে শেঠ আবদুল্লাহ্ আল্লাহ্‌দীন সাহেবের প্রকাশিত কেতাব বিক্রি করিয়া প্রায় এক শত টাকা মাসিক উপার্জ্জন করেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পত্রিকা বিক্রি করিয়া নিজ দারিদ্র মোচন করিয়া অবস্থা স্বচ্ছল করিয়াছেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জন সাধারণের রুচি অনুযায়ী পুস্তিকাদি প্রণয়ণ করিয়া সিলসিলা ও ইসলামের খেদমত করুন এবং বেকার বন্ধুগণ তাহা বিক্রি করুন।

চতুর্থ মোতালেবা—ভারতের বাহিরে তবলীগ

জগৎ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বাণীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বদেশে আধ্যাত্মিক সূর্য্য উদিত হইয়াছে। এই সূর্য্যালোকে নিজে জ্যোতির্ম্ময় হও এবং অপরকে জ্যোতির্ম্ময় করিতে হজরত আমীরুল মোমেনীনের আদেশাধীন জগতে ছড়াইয়া পড়। ভারতের মারওয়ারী রিগস্তান ও রাজপুতনা হইতে 'লুটা' লইয়া বাহির হইয়া দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ক্রোড়পতি হইয়াছে ও হইতেছে। সিন্ধী হিন্দুগণ এশিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে এবং উত্তর আমেরিকায় তাজের হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ধনশালী হইয়াছে। আমাদের সহিত তো আল্লাহতা'লার ওয়াদা রহিয়াছে। সুতরাং দুনিয়ার চতুষ্কোণে বিস্তৃত হইয়া পড় এবং ইসলাম প্রচার কর। খোদাতা'লা তোমাদের সাহায্য করিবেন। কেবল 'মরকেজ' ও কাদিয়ানের সহিত সংবদ্ধ থাকিও এবং খলিফার আওয়াজের প্রতি কাণ রাখিয়া তাঁহা হইতে 'বরকত' লাভ করিও।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মোতালেবা

বিশেষ তবলীগী স্কীম এবং সার্‌ভে

রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক কর্ম্মীর দল কোন অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন মনে করে। এই জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) প্রথমতঃ কোন্ প্রকারের কর্ম্মী কোন্ স্থানের অধিবাসী-দিগের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিবে তাহা জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী তাহরিক জদীদের মোজাহেদ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম মোতালেবা

জীবন উৎসর্গ করিবার আহ্বান

এই মোতালেবায় যাঁহারা দ্বীনের খেদমতের জন্য জীবন বা ছুটির কাল উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) কোথাও দেশের ও লোকের অবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য, কোথাও বা রাস্তা ঘাট বা চলাফেরার অবস্থা অবগত হইবার জন্য, কোথাও বা কেন্দ্র করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তবলীগ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কোথাও বা প্রয়োজনানুসারে দোকানদার, ইমাম, চিকিৎসক বা

শিক্ষকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব বন্ধুগণ নিজ নিজ ছুটি বা অবসর কাল এবং যাহারা সক্ষম তাহারা সম্পূর্ণ জীবন নিজ ইমামের এই আহ্বানে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া আপন আপন কোরবাণীর স্পৃহার পরিচয় দিন এবং নিজ ইমাম যেখানে পাঠান সেখানে যাইতে এবং যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায় থাকিতে প্রস্তুত হউন।

দশম মোতালেবা—বক্তৃতা প্রদান

হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দশম মোতালেবা এই যে, জমাতের সম্মানিত ও প্রভাব প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিগণ পাবলিক লেকচার প্রদান করতঃ ও ব্যক্তিগত ভাবে দেখা সাক্ষাৎ করতঃ সিলসিলার তবলীগ করুন।

একাদশ মোতালেবা

পঁচিশ লক্ষ টাকার রিজার্ভ ফাণ্ড

হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) একাদশ প্রস্তাব, ২৫ লক্ষ টাকার একটি রিজার্ভ ফাণ্ড প্রস্তুত করা, যেন উহার বাৎসরিক আয়, যাহা প্রায় ৫০ হাজার টাকা হওয়ার সম্ভাবনা, জনহিতকর ও সমাজহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা যায়। এই ফণ্ড গয়ের-আহমদী ভ্রাতাগণ হইতে ভিক্ষা করিয়া হইলেও সংগ্রহ করিতে হজরত আমিরুল মোমেনীন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হজরত আমিরুল-মোনীন বলেন, "আমিতো ইসলামের জন্য ভিক্ষা চাহিতে ভয় করি না; আমি ইসলামের জন্য ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিতেও প্রস্তুত আছি। দৃঢ় সঙ্কল্প কর, মোসলমানদের উপর 'রহম' কর, তাহাদের নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে চাহিবার আমাদের 'হক' আছে।"

দ্বাদশ মোতালেবা

পেন্‌সন্‌-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজদিগকে পেশ করুন

যে সকল ভ্রাতা ছোট সরকারের খেদমত হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা বড় সরকারের কাজের জন্য নিজদিগকে পেশ করুন, দ্বীনের কাজ করুন। বেকার বসিয়া থাকায় আয়ু ক্ষয় হয়। আল্লাহ্‌তা'লা যখন বিনা পরিশ্রমে আপনাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহার দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজদিগকে পেশ না করা 'না-শুকরি' বা অকৃতজ্ঞতা হইবে।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মোতালেবা

বালক-বালিকাগণের শিক্ষা ও ভবিষ্যত

সিলসিলা আহমদীয়া এক তবলীগী জমাত। ইহার বালক-বালিকাগণকে সমস্ত জগতের শিক্ষক ও ইসলাম প্রচারক হইতে হইবে। অতএব তাহাদের তালীম-তরবীয়ত সিলসিলার মরকেজ কাদিয়ানে হওয়া আবশ্যক। এখানে তাহারা 'নেক' শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তালীম তরবীয়ত লাভ করিবে। বাল্যকাল হইতে তাহাজ্জুদ পড়িবে, কোরানের 'দরস' শুনিবে এবং ধর্ম্মের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নিজ নিজ সন্তানের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধেও সিলসিলার সহিত পরামর্শ করা উচিৎ।

পঞ্চদশ মোতালেবা

বেকার লোকগণ বাহির হইয়া পড়ুক

মোসলমানদের মধ্যে বেকারীর ব্যাধি অত্যধিক। অধিকাংশ পরিবারেই একজন মাত্র রোজগার করে এবং কয়েকজন বেকার বসিয়া খায়। কিম্বা অল্প পৈতৃক সম্পত্তির উপরই কয়েকজন বেকার পড়িয়া পড়িয়া খায় এবং সময় নষ্ট করে। ইহা এক সর্ব্বনেশে সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি বিদূরীত করিবার জন্য হজরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) কোরানের শিক্ষার উপর আমল করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা সুরা নেসায় চৌদ্দ রুকূতে বলিয়াছেন, "মানুষ আল্লাহর পথে ঘরের বাহির হইয়া পড়ুক এবং আপন জীবিকা তালাস করুক।" বস্তুতঃ, আল্লাহ-তা'লার দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে কাজ মিলিবে, 'রিজিক' এবং 'ফরাগত' হাসেল হইবে।

ষষ্ঠদশ মোতালেবা—স্বহস্তে কাজ করা

আমাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের এই এক ব্যাধি যে, তাহারা নিজ হাতে কাজ করা ঘৃণা মনে করে। অথচ হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত রসুল করীম (সাঃ) স্বয়ং নিজের জুতা পর্য্যন্ত মেরামত করিয়াছেন এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) নিজ হাতে বাসন পরিস্কার করিয়াছেন, কাপড় ধুইয়াছেন এবং হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) বহু কার্য্য থাকা সত্ত্বেও নিজ হাতে কাজ করেন এবং দুনিয়ার সভ্য জাতিদের নেতৃস্থানীয় লোকগণ আপন

আপন বাগানে নিজ হাতে কাজ করেন, নিজ নিজ কাপড় ও জুতা সেলাই করেন, ঘরের ভাঙ্গাচুড়া জিনিষ নিজেরাই মেরামত করেন। ইংরাজ এবং হিন্দু মহিলাগণ নিজে ঘর পরিষ্কার করেন, পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করেন, ময়লা ধৌত করেন।

এইরূপ, রাস্তা ঠিক করা, মহল্লা পরিষ্কার করা, মোসাফের বা অতিথির সেবা, বাজার-সদাই করা, ঘরের ছাদে মাটি দেওয়া, বাড়ীর প্রাঙ্গণে শাক শবজী করা, চারাগাছে জল দেওয়া, স্ত্রীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করা ইত্যাদি বহু কার্য্য আছে যাহা স্বহস্তে করিলে সমাজের ব্যাধি দূর হইতে পারে এবং খরচও কমিতে পারে।

সপ্তদশ মোতালেবা

বেকার ব্যাক্তি ছোট হইতে ছোট কাজ করুক

তাহরিক-জদীদের মেম্বরগণকে হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) আদেশ করিয়াছেন, অক্ষম ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহ যেন বেকার না থাকে। কেহ যদি এই মনে করিয়া বেকার থাকে যে, "আমার মর্য্যাদা অনুযায়ী কাজ পাই না," তবে সে গোনাহ্‌গার হইবে। যতই ছোট বা বাহ্যতঃ নীচ কাজ মিলুক না কেন, তাহাই করিয়া লওয়া উচিৎ। এক গ্রাজুয়েট যদি বেকার থাকিয়া কাপড় পরিয়া বেড়াইয়া বাপের কামাই খাইতে আসে তবে তাহার লজ্জিত হওয়া উচিৎ। এরূপ ব্যক্তি ষ্টেশনে ষ্টেশনে কুলির কাজ করিয়া, বাজারে জুতা পলিস করিয়া, কাহারও খরিদা বাজার সদাই ঘরে পৌছাইয়া দিয়া, পুস্তক বা পত্রিকা বিক্রয় করিয়া, কিম্বা ফেরী করিয়া, কিম্বা কাহারো চিঠি-পত্র লিখিয়া কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত। স্মরণ রাখিও, হজরত ইমাম-জমাত (আইঃ) বলিতেছেন, "যে জাতির মধ্যে বেকারীর ব্যাধি রহিয়াছে সে-জাতি দুনিয়াতেও সম্মান লাভ করিতে পারে না, 'দ্বীনের' ব্যাপারেও পারে না।"

অষ্টদশ মোতালেবা—কাদিয়ানে গৃহনির্ম্মাণ

সিলসিলার 'মরকেজ' বা কেন্দ্রকে 'মজবুত' করা প্রত্যেক আহমদীর 'ফরজ'। অতএব প্রত্যেক আহমদীরই কাদিয়ানের সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং وسع مکانک অর্থাৎ "তোমার গৃহ প্রসারিত কর"—এই এলহামের মর্ম্মানুযায়ী কাদিয়ানে গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিৎ।

ঊনবিংশ মোতালেবা—দোয়া

দোয়া সমস্ত এবাদতের 'মগজ' বা সার এবং অক্ষম ও রুগ্ন ব্যাক্তিগণও ইহাতে শামেল হইতে পারেন। অতএব সকল লোকই এই 'এবাদত-এলাহী' হইতে উপকৃত হউন। যাহারা তাহরিকের অন্যান্য মোতালেবায় যোগদান করিতে অক্ষম, তাঁহারা অন্ততঃ ইসলাম ও সিলসিলার উন্নতির জন্য দোয়া করিয়া ইহাতে শামেল থাকুন। চল্লিশ জন দোয়া-কারী মোমেন দুনিয়া জয় করিতে পারে। অতএব দোয়া দ্বারা সেবা করুন। হুজুর (আইঃ) বলেন, "আমাদের বিজয় বাহ্যিক উপায়ে লব্ধ হইবে না, বরং 'বাতেনী' উপায় বা দোয়ার সাহায্যে হইবে।" ইহাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে এবং শত্রু রূপ সাপের মাথা নিষ্পেষিত হইবে এবং দজ্জাল নিহত হইবে এবং হজরত মাসিহ মাউদের (আঃ) 'লশকর' শয়তানের উপর বিজয়ী হইবে।

"দৌরে সানি" বা দ্বিতীয় পর্য্যায়

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আঃ) জমাতের নিকট নিম্নলিখিত মোতালেবা করিয়াছেন ঃ—

(১) ইসলামী 'তামদ্দুন' বা সভ্যতা ও সমাজ নীতি কায়েম করা। জমাতের লোক নিজ জীবন দ্বারা ইসলামী আদর্শ পেশ করিবেন. কেননা পশ্চাত্য দজ্জালী প্রভাবের বিলোপ সাধনের জন্যই হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাব।

(২) জাতীয় সততা প্রতিষ্ঠিত করা, যেন লোক বলে, "বিশ্বস্ত ব্যক্তি দেখিতে হইলে আহমদীকে দেখ"।

(৩) স্ত্রী জাতির 'হক' আদায় করা—অর্থাৎ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বণ্টনে এবং একাধিক স্ত্রীর সহিত ব্যবহারে 'ইন্‌সাফ" কায়েম করা।

(৪) আহমদীদের ঝগড়া-বিবাদ সরকারী আদালতে নিস্পত্তি করিতে গিয়া অর্থ-সম্পত্তি নষ্ট না করা এবং সিলাসিলার 'দারুল-কাজা' দ্বারা বিবাদ নিস্পত্তি করা।

(৫) রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করা এবং এইরূপে দুনিয়াকে সৎপথ প্রদর্শন করা এবং খোদাতালার পথ পরিষ্কার করিবার শিক্ষা নিজেও লাভ করা এবং অন্যকেও দান করা।

বিগত সালানা-জলসার বক্তৃতা

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) ও অন্যান্য সুবিজ্ঞ বক্তাগণের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম

[মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ বি-এল]

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বিগত ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর কাদিয়ানে মহাসমারোহে বার্ষিক জল্‌সা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বার্ষিক জল্‌সা কি? ইহা তিন দিন ব্যাপী বিবিধ ধর্ম্ম-নৈতিক বিষয়ে বক্তৃতার কার্য্য-ক্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথচ ইহাতে প্রতি বৎসর ইতপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই বারের জলসায় সমাগত অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা ৩২ হাজারেরও অধিক ছিল। এই সংখ্যা বিগত বৎসর অপেক্ষা প্রায় পাঁচ হাজার অধিক। উন্মুক্ত মাঠে একটি বিরাট প্যাণ্ডালে পুরুষদের এবং একটি স্বতন্ত্র ঘেরাও করা স্থানে স্ত্রীলোকদের সভা হয়। সর্ব্বত্র লাউড স্পীকার বসাইয়া দেওয়ায় পুরুষদের সভায় প্রদত্ত সমস্ত বক্তৃতা স্ত্রীলোকগণ পর্দ্দার কোন ব্যাঘাত না করিয়াই শুনিতে পান।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের উদ্বোধনী বক্তৃতা

২৬শে ডিসেম্বর নির্দ্ধারিত সময়ে বিরাট জন-সভায় হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতায় জল্‌সার কার্য্য উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে জগতে **ধর্ম্মরাজ্য (Kingdom of God) স্থাপনই আহমদীয়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য**। প্রভুর নামের গুণ-কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ পুনর্ব্বার সমাগত হইতে সমর্থ হওয়ায় হজরত সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে এই বলিয়া দোওয়া করেন যেন জল্‌সায় সমাগত জনতা সর্ব্বপ্রকার কপটতা ও বাহিকতা, সর্ব্বপ্রকার ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, আত্মম্ভরিতা এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে এই বলিয়াও দোওয়া করেন যে আহমদীয়া সঙ্ঘের যেন এরূপ চিন্তা ও বাসনা হয় যাহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সহিত খাপ খায়, সঙ্ঘ যেন এমনি পরিকল্পনা ও কার্য্য-ক্রম স্থির করেন যাহা আল্লাহ্‌ তা'লা পছন্দ করেন এবং যাহা দ্বারা সঙ্ঘ প্রভুর সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হয়।

জল্‌সায় ক্রমবর্দ্ধমান অভ্যাগতদের সংখ্যার উল্লেখ করিয়া হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন যে, জগৎ বিবিধ উপায়ে আহমদিগণকে ধ্বংস করিতে এবং তাহাদিগকে দুর্ব্বল ও নিঃসহায় করিতে প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে, কিন্তু **আহ্‌মদীদের খোদাও এইরূপ শক্তিশালী যে দিন দিন তিনি তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি বর্দ্ধন করিয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।** বিরুদ্ধবাদিগণের গালির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আল্লাহ্‌র সমর্পিত কার্য্য করিয়া যাইতে তিনি জমাতকে উপদেশ দেন। যে কার্য্য তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা ভয়াবহ এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সাধন করা এক দুরূহ ব্যাপার।

হজরত বলেন:—"জগতের বর্ত্তমান অবস্থার—অর্থাৎ **গবর্ণমেণ্ট সমূহের দৃষ্টি-কোণ বা নীতির, জগতের ধর্ম্ম-নৈতিক এবং সামাজিক গতির ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার আমাদিগকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।** এই সমস্তের পরিবর্ত্তন করিয়া এসলামের পবিত্র নবীর স্থাপিত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট সমূহ এবং ধর্ম্ম-সমূহ যদি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণও আছে, কেননা তাঁহারা অনুভব করেন যে, খোদাতা'লা তাঁহাদের উপর মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। **তাঁহাদের মৃত্যুর আদেশ আমাদের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে**—আমরা ইহা জানিয়াছি, আমরা যাহারা পৃথিবীতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত। সুতরাং যদি আমাদের শত্রুগণ আমাদিগকে গালি দেয়, বা আমাদের কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে বা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমাদের শুধু একই লক্ষ্য থাকিবে, অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়ীত্ব সমূহ যথোপযুক্ত মতে সম্পাদন করিয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য; আমাদের উচিত আমাদের জীবনের প্রত্যেক

মুহূর্ত্ত—আমাদের সমস্ত শারীরিক শক্তি এবং আমাদের সকল উপায়—আকাশে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি, খোদার রাজ্য স্থাপনের কার্য্যে ব্যয়িত করা। পূর্ব্ববর্ত্তী মসিহ এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ পৃথিবীতে ধর্ম্ম-রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের বাসনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের চেষ্টা দ্বারা এখন আমাদিগকে এইকথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালে আমাদের প্রতি যে বিশ্বাস বা Trust অর্পিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী মসিহ্‌র অনুবর্ত্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর সততার সহিত আমরা কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। খোদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের এই কথা বলিতে সমর্থ হওয়া চাই,—"প্রভো! যে বোঝা তুমি আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিলে তাহা আমরা তোমারই অনুগ্রহে নির্দ্ধারিত গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছি। জগৎ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; আমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা আমাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, আমরা তোমার সমীপে আসিয়াছি যেন তুমি তোমার প্রেমের প্রলেপ তাহাতে লাগাইয়া দিতে পার। তোমার সঙ্গে যোগ-স্থাপনের পিয়ালা আমাদিগকে পান করাও"।

যদি আমরা এই করিতে কৃতকার্য্য হই, তবে বিরুদ্ধাচরণ কোন প্রকার কার্য্যকরী হইবে না, সকল বাধাবিঘ্ন আমাদের রাস্তা হইতে অপসারিত হইবে এবং যখন আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে যাইব, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া বলিবেন, "এসো, আমার দাসগণ জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে; জগৎ তোমাদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে; এসো, এখন তোমরা আমার পার্শ্বে বসিবে। যাহারা তোমাদের প্রতি অত্যাচার এবং তোমাদিগকে ঘৃণা করিয়াছে, তাহারা আমার সম্মুখ হইতে বিতাড়িত হইবে এবং পৃথিবীতে ঘৃণিত এবং অপমানিত হইবে।"

উদ্বোধনী বক্তৃতার উপসংহারে আমিরুল-মোমেনিন শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনারা দোওয়া করুণ যেন আপনাদের সমস্ত কার্য্যের তালিকা এবং প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র আশীষ লাভ করে; খোদা আপনাদিগকে ধর্ম্মের সেবা করিবার শক্তি দিন। যাঁহাদের হৃদয় উত্তম, কিন্তু এখনও আহমদীয়া মতবাদ গ্রহণ করেন নাই, খোদা তাঁহাদের নিকট সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিন। আমরা যেন এই স্বর্গীয় সুধা ঐ সমস্ত দূর দূরান্ত দেশের তৃষ্ণার্ত্ত অধিবাসী বৃন্দের নিকট পৌঁছাইতে পারি যাঁহারা এখনও সেই জলের স্বাদ পান নাই—যেন তাহারাও তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারেন। আল্লাহ আহমদিগণকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত এসলাম প্রচারের, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষা এবং আমাদের প্রভু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মহত্ব প্রচারের শক্তি দিন। আল্লাহ্‌র নিকটে এই বলিয়াও তিনি দোওয়া করেন যেন উপরুক্ত দোওয়া সমূহ গৃহীত হয়, যেন তিনি (আল্লাহ) আমাদের দুর্ব্বলতা এবং দোষসমূহ না দেখেন, যেন আমাদের ইচ্ছা ও বাসনা-সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেইগুলির উপর তাঁহার আশীষ বর্ষণ করেন।

প্রতিশ্রুত মসিহর স্মৃতি

উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ হইলে হজরত অমিরুল-মোমেনীন জল্‌সা হইতে চলিয়া যান এবং দিবসের কার্য্য-সূচির প্রারম্ভে ডাঃ মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব "প্রতিশ্রুত মসিহর স্মৃতি" এই শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) নামাজ

প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ (আঃ) কিরূপে নামাজ পড়িতেন তাহাই ছিল ডাক্তার সাদেক সাহেবের বক্তৃতার বিষয়। এস্‌লামী নামাজের মূলতত্ত্বের (philosophy) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাক্তার সাদেক বলেন যে, নামাজের জন্য সাময়িক ভাবে সাংসারিক ব্যবসায় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন হয়। **সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে** প্রতিশ্রুত মসিহের নামাজ **সংক্ষিপ্ত, কিন্তু নির্জ্জনে দীর্ঘ হইত।** নির্জ্জন উপাসনায় তিনি অনেক সময় **অল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাইবার সময় কাঁদিতেন** এবং তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনী তপ্ত জল পাত্রের টগ্‌বগ্‌ শব্দ সদৃশ শুনাইত।

প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) **নামাজে ব্যবহৃত দোয়ার বাক্যগুলি কয়েক-বার উচ্চারণ করিতেন।**

তিনি "রাফা ইয়াদায়েন" বা নামাজে কর্ণ পর্য্যন্ত দুই হস্ত উত্তোলন করিতেন না। তিনি নিজে উচ্চৈস্বরে "আমীন" শব্দ উচ্চারণ করিতেন না। কিন্তু অপর কেহ এরূপ করিলে তিনি আপত্তিও করিতেন না। নামাজের শেষে তিনি দুই হাত তুলিয়া দোয়া পড়িতেন না। **নামাজের সময় নিজ ভাষায় দোয়া করা জায়েজ (বিধি সঙ্গত) মনে করিতেন** এবং নামাজে অনেক সময় তিনি নিজ ভাষায়

দোয়া করিতেন ও কোন বিধিসঙ্গত কারণে—যথা সফরে বা কোনএকটি জরুরী পুস্তক লেখা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে—তিনি দুই সময়ের নামাজ 'জমা' বা একত্র করিয়া পড়িতেন এবং এরূপ করিলে তিনি সুন্নত বাদ দিতেন।

প্রাতঃকালের নামাজ পড়াই মসিহ মাউদের (আঃ) শেষ কার্য্য ছিল।

জমাত নামাজের ইমামের কর্ত্তব্য সমবেত নামাজীদের খেয়াল রাখা। প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) মতে **জরুরী কার্য্যের জন্য নামাজ ভঙ্গ করা এবং কার্য্যাবসানে যে স্থলে ভঙ্গ হইয়াছিল সেই স্থল হইতে পুনরায় আরম্ভ করা 'জায়েজ'**। জুতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহা পায়ে রাখিয়া নামাজ পড়াও জায়েজ বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

আল্লাহ্‌র একত্ব

অতঃপর **লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক মিষ্টার মোহাম্মদ আসলাম** "আল্লার একত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এসলামের তৌহীদ বা একত্ব-বাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আস্‌লম সাহেব বলেন যে, বড় বড় ধর্ম্মে যে সমস্ত ঐশ্বরিক শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বদাই একেশ্বর বাদ বা তৌহীদ-মূলক। কোন কোন ধর্ম্ম-পুস্তকে বহু ঈশ্বরবাদ মূলক যে সমস্ত শিক্ষা পাওয়া যায় তৎসমুদয় পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত জিনিষ বটে। তাহা হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম-ব্যবস্থা সমূহের একেশ্বর বাদ মূলক শিক্ষা একটি স্কেচ মাত্র ছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারে তৌহীদ কার্য্যতঃ কি আকার ধারণ করিতে পারে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং আমাদের যুগে তাহা করেন প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)। এসলামের শিক্ষা অনুসারে মাত্র এক আল্লার বিশ্বাস ঘোষণা করা এবং খোদার অংশীদার থাকা সম্ভব একথার অস্বীকার করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। মনেরও এরূপ একটি অবস্থা হওয়া চাই যেন মানুষ সকল প্রকারে বিদ্বেষ, কুসংস্কার এবং ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং নিজেদের চেষ্টাগুলিকে মানুষ সর্ব্বদাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং ইচ্ছা-সাপেক্ষ উপায়-স্বরূপ মনে করে। উৎকৃষ্ট বিশ্বাসিগণ সর্ব্বদা খোদার অস্তিত্ব এরূপ ভাবে অনুভব করিবেন যেন তাঁহারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কথায় বলিতে গেলে নামাজে হয় আল্লাহকে দেখিতে পান বা অন্ততঃ আল্লাহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পান।

একত্ব-বাদ মাত্র বিশ্বাসের নহে পক্ষান্তরে খোদারও—এই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল। এস্‌লামের নবী (সাঃ) তাঁহার উপদেশ এবং আদর্শ দ্বারা ব্যবহারিক একত্ব-বাদকে একটি বিজ্ঞানে পরিণতঃ করিয়াছিলেন।

হজ্ব-ব্রতের অর্থ

অতঃপর **মৌলানা গোলাম রসুল রাজেকী সাহেব** "হজ্ব ব্রতের অর্থ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কা'বাশরীফ এস্‌লামের কি, তিনি উহার দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে কা'বা শরীফ আল্লাহর মহিমা প্রকাশের আসন-বিশেষ।

ইহ্‌রামের হজব্রতীদের নির্দ্ধারিত বস্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে ইহরাম-কালীন বস্ত্রের একাকার আল্লার একত্বকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

হজ্বে যাইবার রাস্তায় এবং কা'বা শরীফে শান্তি বিরাজমান থাকা হজ্ব-ব্রত সম্পাদনের একটি আবশ্যকীয় শর্ত্ত। হজ্ব-কালে কয়েকটি কার্য্য নিষিদ্ধ আছে যথা গালাগালি করা, স্ত্রী-সহবাস এবং যুদ্ধকলহ। সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে নিবৃত্ত হইয়া হজ্ব ব্রতীগণকে চিন্তায়, কথায় এবং কার্য্যে পবিত্র হইতে হইবে। বক্তা বলেন যে, কাবা গৃহের চতুর্দ্দিকে সাতবার 'তাওয়াফ' (প্রদক্ষিণ) করা আল্লাহ্‌র সাতটি প্রধান গুণের চিহ্ন স্বরূপ এবং হজকালে পশু কোরবাণী হাজীদিগকে কোরবাণী বা ত্যাগের পর্ব্ব শিক্ষা দেয়।

প্রতীচ্যে ইসলামের ভবিষ্যৎ

নামাজের পর **লণ্ডনের ভূতপূর্ব্ব ইমাম মৌলবী আবদুর রহিম দার্দ্দ**, ইংলণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং এতদসম্পর্কে প্রতীচ্যে এসলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, **প্রতীচিগণ এক্ষণে এসলামীয় শিক্ষার যুক্তি যুক্ততা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন**। এসলামীয় শিক্ষা, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির স্থান, তালাক, সুদ প্রথা প্রভৃতি ব্যাপারে আদর প্রাপ্ত হইতেছে। "ক্রশ ভঙ্গের" কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপে এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে যাহাতে **খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব-হ্রাস** পাইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়া হইতে খৃষ্ট-ধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়াছে; জার্ম্মেনী খৃষ্টধর্ম্ম এবং খৃষ্টীয় ঈশ্বর উভয়কেই

স্থণা করে। ফ্যাসিষ্ট মতবাদ হইল ইটালীর নূতন ধর্ম্ম। **ইউরোপ ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এমন সব নীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে যেগুলি ইসলামী নীতির জাতিভুক্ত।** এক সময় ছিল যখন লণ্ডন মসজিদের আশে পাশের অধিবাসিগণ মসজিদ আজান দেওয়ায় আপত্তি করিত, কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং লোকগণ নূতন অবস্থা সহিয়া গিয়াছে।

প্রচারের ধরণ

অতঃপর **চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সৈয়াল নাজীর-ই-আ'লা** প্রচারের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে তবলীগ বা প্রচারের কোন রহস্যপূর্ণ উপায় নাই। আহমদিয়াতের সরল এবং সহজ সত্যগুলি **অধ্যবসায়ের সহিত প্রচারিত হইলে** আপনা আপনিই মানুষকে আকর্ষণ করে। কোরাণের 'নাসেখ মন্‌সুখ' নীতি (Doctrine of abrogation of the verses of the Ho'y Quran) এবং সমস্ত নবীই পাপী ছিলেন এই বলিয়া যে একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে এই দুইটি নীতিই আপত্তিকর। আহমদিগণ এর একটিতেও বিশ্বাস করেন না। সুতরাং কোরাণের আয়েত চরম এবং কোন প্রকারে তৎসমুদয় মন্‌সুখ হইতে পারে না এবং সমস্ত নবীই নিষ্পাপ এই দুইটি আহমদিয়া মতবাদ যখন লোকের নিকট ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তাহারা স্বতঃই আহমদিয়াতের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লন—**আহমদিয়া মতবাদ বিশুদ্ধ এবং অমিশ্র এসলামের শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।** জেহাদ সংক্রান্ত প্রচলিত মত সম্বন্ধে বক্তা বলেন যে যাহাতে অবিশ্বাসিদিগকে ভেদাভেদ বিবেচনা রহিত হইয়া হত্যা করা বিধি সঙ্গত করা হইয়াছে এবং প্রশংসার কার্য্য বলা হইয়াছে, মোসলমানদের সেই 'জেহাদ' যদি শাস্ত্র-সম্মত হইত, তাহা হইলে মোসলমানদের বিভিন্ন ফের্কার মধ্যে একটি যুদ্ধ হইত, এই ফের্কাবন্দী যুদ্ধে মোসলমানগণ একে অন্যকে হত্যা করিয়া সাফ করিয়া ফেলিত; কেননা, মোসলমানদের প্রায় প্রত্যেক ফের্কাই অপরাপর সমস্ত ফের্কার প্রতি কোফরের ফতোয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় খেলাফতে ঐশ্বরীক সাহায্য

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মিশনারী মৌলবী মোহাম্মদ ইয়ার আরিফ দ্বিতীয় খলিফার প্রতি আল্লাহ যে সাহায্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মৌলবী মোহাম্মদ আলী এবং ওকিং মসজিদের খাওয়াজা কামালুদ্দীন প্রমুখ আহমদীয়া খেলাফতের শত্রুগণ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যে প্রভাবের অধিকারী ছিলেন, উহার উল্লেখ করেন। প্রথম খলীফার কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পরেই এই সমস্ত লোক খলীফার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। প্রকৃত শক্তি আঞ্জুমান পরিচালনা করুক এবং খলীফা মাত্র উহার সভাপতির কার্য্য করুন, তাহারা ইহাই চাহিয়াছিলেন। প্রথম খলীফার মৃত্যু হইলে তাহারা খেলাফতের আবশ্যকতাই অস্বীকার করিয়া বসেন। এরূপ কঠিন অবস্থায় হজরত দ্বিতীয় খলিফা আহমদীয়া খেলাফতের প্রকৃত নীতি-সমূহ সজোরে ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয় খলীফার পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার পর তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে জমাতকে এরূপভাবে পরিচালিত করেন যে জমাত পরস্পর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে থাকে এবং আজ ইহা একটি বিরাট সঙ্ঘে উন্নতী হইয়াছে।

"তাহরীকের" যোদ্ধৃ-বৃন্দ

তালাওতে কোরান এবং নজম পাঠ করিবার পর **ইংলণ্ড এবং পশ্চিম আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব আহমদী মিশনারী মওলবী আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেব** "তাহ্‌রীক-জদীদের দাবী-সমূহ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি তাহ্‌রীকের বিভিন্ন দাবীর ব্যাখ্যা করেন এবং তাহ্‌রীক যোদ্ধাগণের কিরূপ হওয়া উচিত তাহার বর্ণনা করেন। সাদাসিদে খাদ্য বস্ত্র, বিবাহাদির ব্যয়-সংক্ষেপ, নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত এবং সিনেমায় যাওয়ার নিষেধ সম্বন্ধে যে দাবী আছে, তিনি তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে জগতকে এসলামে আনয়ন করা, 'দোয়া' এবং তবলীগ দ্বারা মোসলমানদিগকে প্রকৃত মোসলমান করা, জগতে শান্তি স্থাপন করা এবং পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করা এই সমস্তই হইল আহমদীয়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ইহার মানে-ই হয় শয়তানী শক্তি নিচয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা। তাহরীক-জদীদ শয়তানের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিবার একটি স্কীম বা কার্য্যের পদ্ধতি। এতৎ প্রসঙ্গে বক্তা প্রতিশ্রুত মসিহের (আইঃ) একটি কাশ্‌ফের উল্লেখ করেন। সেই কাশ্‌ফে তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্য সরবরাহ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে—এই পাঁচ হাজার

সৈন্য তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদা-দাতা এবং কর্ম্মিগণ ব্যতীত আর কেহই নহেন।

আল্লাহর প্রকৃত প্রতিনিধি

ফোলস্তীনের ভূতপূর্ব্ব মিশনারী মওলবী আবুল আতা সাহেব "আল্লার প্রকৃত প্রতিনিধি" এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে **পবিত্র নবী হজরত মোহাম্মদ ই (সাঃ) আল্লার প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন।** পবিত্র নবীকে (সাঃ) তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতম আদর্শ মানব বলিয়া বর্ণনা করেন। যেহেতু আল্লাহতা'লা প্রত্যেক বিষয়ে একত্ব ভালবাসেন সেই জন্য তিনি সমগ্র মানব জাতির একজন ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করিলেন। আল্লাহতা'লা মানবকে যে বিশ্বাস (Trust) অর্পণ করিয়াছেন। পবিত্র নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) উহার প্রকৃত ধারক ছিলেন। "খাতামান্নবীইন" (Seal of prophets) হওয়ায়, তাঁহার মধ্যস্থতার দ্বার ব্যতীত আল্লাহর নিকট যাইবার আর সমস্ত দ্বার বন্ধ হইল। প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) লেখায় ইতস্ততঃ পবিত্র নবীর (দঃ) প্রশংসা-সূচক যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তৎ-সমুদয়ের উল্লেখ করিয়া মৌলবী সাহেব বলেন যে প্রতিশ্রুত মসিহের গ্রন্থাবলীতে এরূপ যত প্রশংসা আছে পবিত্র নবী (সঃ) তৎ-সমুদয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। পবিত্র নবীতে (সঃ) যীশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল যাহাতে তাঁহার আগমনকে আল্লাহর আগমন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ণ মানব হওয়ার প্রমাণ-স্বরূপ মৌলবী আবুল আতা **পবিত্র নবী (সাঃ)** এবং **তাঁহার শিক্ষার দশটি বিশেষত্বের উল্লেখ** ও ব্যাখ্যা করেন :—

১। পবিত্র নবীর (সাঃ) প্রচারিত মানবের সাম্যবাদ—যাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে একই আল্লাহর সন্তান বিবেচনা করা হয়।

২। তিনি সমস্ত নবীদিগকে গ্রহণ করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

৩। অযাচিত বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখে তাঁহার অধ্যবসায়

৪। তাঁহার পূর্ণ অহির (আপ্তবাক্যের) অধিকারী হওয়া।

৫। তাঁহার নামই তাঁহার পূর্ণতার প্রমাণ হওয়া।

৬। তাঁহার শিক্ষায় খোদার একত্বের উপর জোর দেওয়া।

৭। নিজের ব্যক্তিত্বে মানব-সুলভ আকারে আল্লাহর গুণাবলীর প্রমাণ দেওয়া।

৮। তাঁহার ক্ষমা।

৯। আল্লায় তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস।

১০। আল্লাহর প্রেরিত সংস্কারকদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মকে চিরস্থায়ী করা। উহার এক উদাহরণ আহমদিয়া আন্দোলনের স্থাপন-কর্ত্তা।

খেলাফত জুবিলী

অতঃপর চৌধুরী সার জফরুল্লাহ খাঁ "খেলাফত জুবিলী" ফণ্ড সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সার জফরুল্লাহ খাঁ বলেন যে তাঁহার আবেদনের গুরুত্ব সকলে অনুধাবন করেন নাই। বর্ত্তমান খলিফার আমলে কৃতকার্য্যতা-পূর্ণ যে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাঁহার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ-ই মাত্র তাঁহার আবেদন করা হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রথম বয়েত লওয়ার তারিখ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যতার সহিত যে আহমদীয়া আন্দোলনের কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে এবং হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী যে বিগত ১২ ই জানুয়ারী ১৯৩৯ ইংরেজী তারিখে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ করিবেন এই দুই কারণেও। সার জফরুল্লাহ বলেন, খোদা না করুন আমরা যেন কখনও খেলাফত হইতে বঞ্চিত না হই। কিন্তু খেলাফত জীবন্ত স্বত্তার আকারে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা কালে খেলাফত স্বরূপ আশীষের প্রকৃত গুরত্ব হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত বটে।

এই আন্দোলনের জন্য খেলাফত পদ আবশ্যক কি না পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে জমাতের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার উল্লেখ করিয়া চৌধুরী সাহেব বলেন যে, সম্প্রদায়ের একটি অংশ খেলাফতের গুরুত্ব স্বীকার করিল এবং অপরাংশ ভিন্ন মতালম্বী হইয়া উহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিল। এই শেষোক্ত দল তাহাদের নিজস্ব এক জুবিলী উৎসব পালন করিতেছেন, তাহাদের জুবিলী হইল খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জুবিলী। তিনি বলেন যে, খেলাফত একটি আশীষ বিশেষ এবং হখন ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই আশীষের অনুগ্রহ ভোগকরার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কাদিয়ানের আহমদীগণ জুবিলী উৎসব পালন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন লাহোর দলের লোকেরা আল্লার এই আশীষ অগ্রাহ্য করার এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জুবিলী পালন করিতেছেন। কোরাণ হইতে খেলাফতের কর্ত্তব্য সমূহ এবং কার্য্য-নিচয়ের ব্যাখা করিয়া সার জফরুল্লাহ বলেন, "কোন আঞ্জুমান সেই সমস্ত কর্ত্তব্য এবং কার্য্য সমাধা করিতে পারিত না।" উপসংহারে বক্তা জুবিলী ফণ্ডের চাঁদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জন্য সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করেন। কি ভাবে জুবিলী উৎসব প্রতিপালিত হইবে তৎসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলেন যে কাদিয়ানে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং একটি উপযুক্ত কার্য্য পদ্ধতি গঠন করিবার ভার উহার উপর অর্পিত হইয়াছে। ক্রমশঃ

ইস্‌লামে নারীর স্থান

[মৌলবী দৌলত আহ্‌মদ খাঁ বি-এল]

(১)

এসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসল্লামার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতে নারী-জাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। কোরাণ শরীফের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার সংবাদ শ্রবণেই তদানীন্তন আরবদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিত। তাহারা কন্যা সন্তানকে এতদূর অবাঞ্ছনীয় মনে করিত যে হতভাগিনীকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া বধ করিতেও দ্বিধা করিত না। পুরুষের লালসার ক্রীড়নক বা ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রীর চেয়ে স্ত্রীজাতির বড় বেশী আদর ছিল না। পিতার মৃত্যু হইলে পুত্র যেমন ঘরের উট, ঘোড়া, গাধা, বিষয়-সম্পত্তি, এবং অর্থাদির উত্তরাধিকারী হইত, তেমনি পিতার বিধবা স্ত্রীদিগেরও তাহারা উত্তরাধিকারী হইত। তদানীন্তন আরবদের মধ্যে বিধবা বিমাতার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পুরুষগণ সংখ্যাতীত স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিত। অসিচালন, মল্ল-যুদ্ধ, তীরনিক্ষেপ প্রভৃতি পুরুষোচিত বিদ্যায় পারদর্শিতার মত ব্যভিচার তৎকালীন আরবদের মধ্যে একটি শ্লাঘার বিষয় ছিল। ব্যভিচার করিয়া তাহারা তৎসম্বন্ধে কবিতা লিখিত এবং সেগুলি প্রকাশ্য-স্থানে লটকাইয়া দিত।

শুধু আরবগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য জাতীয় লোকদের মধ্যেও স্ত্রীজাতির অবস্থা বড় বাঞ্ছনীয় ছিল না। ভারতের হিন্দু ললনাগণ বিধবা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এবং এখনও অনেকটা তাহাই আছেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণ সংখ্যাতীত স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের স্ত্রীর সংখ্যা কোন কোন স্থলে এত অধিক থাকিত যে কোন বেচারীর পক্ষে হয়তঃ জীবনে একবার কি দুইবার স্বামীর সাক্ষাৎ লাভ ঘটিত না। খৃষ্টানগণ স্বামী বা স্ত্রীর ব্যভিচার প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত না করিতে পারিলে এখনও তালাক দিতে বা পাইতে পারেন না।

জগতের সর্ব্বত্র স্ত্রী জাতির যখন এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা তখন মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্ত্রী-জাতিকে বিবাহ, উত্তরাধিকার, তালাক, যৌতুক, সন্তানদের অভিভাবকত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে এরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিলেন যাহার ফলে অভাবনীয় রূপে তাঁহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল এবং তাহারা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলে দেখা যায় যে সাড়ে তেরশত বর্ষ পূর্ব্বেকার আরবের সেই নিরক্ষর নবী স্ত্রীজাতিকে যে সমস্ত অধিকার দিয়া গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানে উন্নত বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-জাতিদের মধ্যে ও দেখা যায় না। আমরা ক্রমশঃ এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিব। ইন্‌শায়াল্লাহ্‌।

আহমদীর বার্ষিক সূচী

খোদা চাহেত আগামী সংখ্যায় আহ্‌মদীর বার্ষিক সূচী প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা বিগত এক বৎসরের আহমদী একত্র বাঁধাইতে ইচ্ছা রাখেন তাঁহারা এই বর্ষ-সূচীর জন্য অপেক্ষা করুন!

জগৎ আমাদের

আফ্রিকায় নবী-দিবস

খোদাতা'লার ফজলে এ বৎসর আফ্রিকার মোম্বাসা উপদ্বীপে নবী দিবসের মিটিং অতি সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। রিগেল থিয়েটারে সভা হয়। অনারেবল মিষ্টার এ, বি, পেটেল, বার-এট-ল—কেনিয়া কোলনির লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মাননীয় প্রেসিডেণ্ট সাহেব ব্যতীত, থিয়োসফিকেল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার পি, ডি মাষ্টার, প্রফেসার আবদুর রাহমান সাহেব, মৌলানা মোখতার আহমদ সাহেব আইয়াজ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ বক্তাগণ হজরত রসুল করীমের (সাঃ) শিক্ষা ও তদীয় জীবনের মহান আদর্শ সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মোসলমান, শিখ ও খৃষ্টান ভদ্র মহোদয়গণ সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় সংবাদপত্র—যথা "মোম্বাসা টাইমস্‌" ও "কেনিয়া ডেইলি মেইল"—ইত্যাদি পত্রিকায় সভার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। খোদাতা'লার ফজলে সভা অতি কৃতকার্য্য হইয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বাঁকুড়ায় তবলীগ

বিগত ১১ই ডিসেম্বর নবী-দিবস উপলক্ষে বাঁকুড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার উদ্যোগে খোদাতা'লার ফজলে বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জিলায় বেশ তবলীগ হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার সদর ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় এবং বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ মহকুমায় প্রায় ৩০০ ট্রাক্ট ও ১০০ বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইয়াছে। বাঁকুড়া মেডিকেল বোর্ডিংএর কতিপয় ছাত্র ছাড়া সকলেই ট্রাক্ট ও বিজ্ঞাপন অতি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত দিবস সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্দ্ধমান মহারাজ কুমার এবং কলিকাতা ইম্পেরিয়েল লাইব্রেরীকে **"হে ভারত আনন্দিত হও, তোমার বিজয়-কাল উপস্থিত"** নামক ট্রাক্টখানা সরবরাহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় অর্দ্ধ শত লোককে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করা হইয়াছে। তবলীগকারীদিগের মধ্যে ভ্রাতা ডাক্তার মোহাম্মদ মুসা, মৌলবী রহীমবখ্‌স্‌ মল্লিক ও মৌলবী আবুল কাসেম খান সহেব ত্রয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের এই তবলীগী প্রচেষ্টার উত্তম ফল প্রদান করুন এবং তবলীগের জন্য তাঁহাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি করুন—আমীন।

বাজিতপুরে তবলীগ

বাজিতপুর আঞ্জমনে-আহমদীয়ার সেক্রেটারী মৌলবী আবদুল জব্বর সাহেব গত বড়দিনের বন্ধে ময়মনসিংহ জিলার কুলিয়ার চর থানার অন্তর্গত মরহুম হজরত মৌলানা আবদুল লতিফ প্রফেসার সাহেবের পিতৃভূমি মাইজ-পাড়া গ্রামে কতিপয় ধর্ম্ম-পিপাসু গয়ের-আহমদী মুসলমান ভাইদের নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জমাতের আমীর, জনাব মৌলবী গোলাম সামদানী খাদেম, বি, এল ও বাজিতপুর জমাতের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আবুল হোসেন সাহেব এবং আরো কতিপয় উৎসাহী ভ্রাতৃবৃন্দ সহ ২৭ শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে উক্ত মাইজপাড়া গ্রামে যান। তথাকার স্কুলের বালকগণ তাঁহাদিগকে নিশান ইত্যাদি সহ 'এস্তেক্‌বাল' করিয়া সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়া যায় এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ভোজনে আপ্যায়িত করে। অতঃপর জুহরের নামাজের পর তথায় এক সভা হয়। সামান্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গ্রামের প্রায় সব লোকই সভায় যোগদান করেন।

সভায় আমাদের ভ্রাতা মৌলবী আবদুর রহমান, মিঃ আবদুল জব্বার, মৌলবী আবুল হোসেন, মৌলবী আহ্‌মদ আলী, মৌলবী গোলাম সমদানী খাদেম, বি, এল, "আহ্‌মদীয়াত ও হজরত মসিহ মাউদের (অঃ) সত্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রামবাসিগণ খুব আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। মৌলবী গোলাম সমদানী খাদেম ও মৌলবী আহ্‌মদ আলী সাহেব ও অন্যান্য কতিপয় ভ্রাতা তথায় রাত্রিতেও থাকেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামবাসিগণ খুব উৎসাহের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেন।

মৌলবী গোলাম সমদানী খাদেম সাহেব বাজিতপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তবলীগ করেন। মৌলবী আহমদ আলী সাহেব অন্য দুই জন ভ্রাতা সহ তেরগাতী, পাইকসা ও বানিয়াগ্রাম জমাতের ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত দেখা শুনা করেন ও আহমদীয়াত সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট ওয়াজনসিহত্‌ করেন ও বাহিরে তবলীগ করেন। খোদাতালার ফজলে ইতিমধ্যেই **বাজিতপুর থানার অন্তর্গত তেঘরিয়া নিবাসী তরুণ যুবক শাহ জহুরুল ইস্‌লাম ও ছয়পাইকার তাজ মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ জাবের সাহেবের উপযুক্ত পুত্র**

মুন্সী এমাদ উদ্দীন আহমদ সাহেব পবিত্র আহমদীয়া সেলসেলায় দাখেল হইয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ! বন্ধুগণ, তাঁহাদের এস্তেকামাতের জন্য দোয়া করিবেন।

খোদাতা'লার ফজলে কিশোরগঞ্জ মহকুমায় তবলীগের এক বিপুল সাড়া পড়িয়াছে। বাজিতপুর আঞ্জোমনের সেক্রেটারী সাহেব লিখিয়াছেন যে উক্ত অঞ্চলে দুই এক জন পদব্রজে ভ্রমণ-কারী কষ্ট-সহিষ্ণু প্রচারক দুই তিন মাস কাজ করিলে অদূর ভবিষ্যতে তথায় আহমদীয়তের এক মহা বিজয়ের আশা করা যায়। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই শুভ আশা পূর্ণ করুন—আমিন।

ক্রোড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়া

খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতি—খোদাতা'লার ফজলে ক্রেড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ায় একটি খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৭ জন মেম্বর নিয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। মৌলবী আফছর উদ্দীন ভূঞা সাহেব ইহার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই নব গঠিত সমিতিকে 'কামইয়াব' করুন এবং ইহার মেম্বরগণকে সিলসিলার ও মানব-জাতির সেবা করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

মজলিসে-আত্‌ফাল—খোদাতা'লার ফজলে উক্ত আঞ্জোমনে একটি "মজলিসে-আত্‌ফাল" বা বালক-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। বিগত ২৫শে ডিসেম্বর ঐ সমিতির মেম্বরগণ এক সভার অধিবেশন করে। উক্ত সভায় মৌলবী হায়দার আলী ভূঞা সাহেব, মৌলবী আফছর উদ্দীন ভূঞা সাহেব এবং মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব বি-এল মজলিসে-আত্‌ফালের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই সমিতিকেও কামইয়াব করুন।

আহ্‌মদী পাড়া আঞ্জোমনে-আহমদীয়া

তবলীগ—গত ডিসেম্বর মাসে উপরোক্ত আঞ্জোমনের ৬ জন আন্‌সারুল্লাহ—যথা, কারী আবদুল গণি সাহেব, মুন্সি মিঞা চান্দ সাহেব, মুন্সি আবদুল মালেক সাহেব, মুন্সি চান্দ মিঞা সাহেব, মুন্সি মতি মিঞা সাহেব ও মুন্সি চুন্নু মিঞা সাহেব—তেরকান্দা, সরাইল, চিনাইর, কালীদীসা, শালগাও এই পাঁচটি গ্রামে ঘুরিয়া তবলীগ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের তবলীগ-কার্য্যে 'বরকত' দিন এবং তাঁহাদিগকে আরো দ্বীনের খেদমত করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

তালীম-তরবীয়ত—উক্ত আঞ্জোমনে খোদাতা'লার ফজলে আহমদীগণের তত্ত্বাবধানে দুইটি 'মকতব' পরিচালিত হইতেছে। উভয় মকতবেই সরকারী সাহায্য আছে। বালক-মকতবে ছাত্র সংখ্যা ২৭ জন এবং বালিকা-মকতবে ছাত্রী সংখ্যা ৩০ জন। বালকবালিকাদিগকে প্রাইমারী পাঠ্য ছাড়া ধর্ম্ম-সংক্রান্ত জরুরী বিধি বিধানও শিক্ষা দেওয়া হয়।

উক্ত আঞ্জোমনে প্রতি সপ্তাহে তালীমী সভা করা হয়। তাহাতে মৌলবী আজীজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মোবাল্লেগ, ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন।

এই আঞ্জোমনে খোদাতা'লার ফজলে ৩০ জন মহিলা রীতিমত কোরান পাঠ করেন এবং ১০ জন বেশ উর্দ্দূত পড়িতে পারেন এবং অধিকাংশ মেম্বরই খোদাতা'লার ফজলে বা-জমাত নামাজ পাঠ করেন—আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তা'লা এই আঞ্জোমনকে দ্বীনী ও দুনিয়াবি উভয় প্রকার জ্ঞানে ও আখলাকে উন্নতি দান করুন—আমীন।

ভাদুঘর আন্‌সারুল্লাহ

খোদাতা'লার ফজলে বিগত ডিসেম্বর মাসে ভাদুঘর জমাতের মুন্সি গোলাম আহমদ সাহেব, মুন্সি সামসুদ্দিন সাহেব, মুন্সি আবদুল মোতালিব সাহেব, মুন্সি অছিমদ্দিন সাহেব, মুন্সি রহিমুদ্দীন সাহেব, মুন্সি তোতা মিঞা সাহেব, মুন্সি মুসলেহউদ্দীন সাহেব ও মুন্সি নুরদ্দিন সাহেব—কাছাইট, গজারিয়া, রাধিকা, জগৎসার, সুহাতা ও বাসুদেব প্রভৃতি গ্রামে ইশতাহার বিতরণ করিয়া ও মৌখিকভাবে তবলীগ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাদের কাজে বরকত দিন এবং তাঁহাদিগকে আরো দ্বীনের খেদমত করিবার তৌফিক দিন। আমীন।

খোদ্দামুল-আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবড়ীয়া

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত ডিসেম্বর মাসে খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার মেম্বরগণ ২৮ জন লোককে তবলীগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের তবলীগী প্রচেষ্টায় খোদাতা'লার ফজলে দুই জন লোক 'বয়েত' করিয়া সিল্‌সিলাভুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য মাসে তাঁহারা ৬ জন রুগ্নের তত্ত্বাবধান

করিয়াছেন এবং জনৈক রুগ্ন ব্যক্তিকে কিছু আর্থিক সাহায্যও করিয়াছেন; এক জন গয়ের-আহমদী মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় ইত্যাদি খরিদ করিয়া দিয়াছেন; নবীদিবসের জলসার কার্য্যে এশ্‌তাহারাদি বিতরণ দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পাঁচ জন মেম্বর—যথা, মিঞা শামসুদ্দিন সাহেব, মিঞা করীম বখশ্‌ সাহেব এবং মিঞা আবদুল মালেক সাহেব—যথাক্রমে ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, তারুয়া ও আহমদীপাড়া এই পাঁচটি জমাতের উন্নয়ন কার্য্যে অতি উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে উপরুক্ত প্রত্যেক জমাতেই কতিপয় লোক এরূপ বাহির হইয়াছেন যাঁহারা উর্দ্দু শিক্ষার্থে যত্নবান হইাছেন এবং প্রতি মাসে এক দিবস ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যে উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ!

জুবিলী-ফাণ্ড

ওয়াদা-প্রাপ্তি

পূর্ব্বের মোট ওয়াদা— ৩৭১১৷৷৶০

বর্ত্তমান মাসে ওয়াদা :—

১। মুন্সী এসার উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, শ্যামপুর, রঙ্গপুর ৬৲
২। „ গফুর উদ্দীন আহ্‌মদ „ „ „ ৬৲
৩। „ নেজামুদ্দীন আহ্‌মদ „ „ „ ৮৲
৪। „ আনোয়ার উদ্দীন আহ্‌মদ „ „ ৩৲
৫। „ সালার উদ্দীন আহ্‌মদ „ „ „ ২৷৷০
৬। „ বশীর উদ্দীন আহ্‌মদ „ „ „ ১৷৷০
৭। „ আমেজুদ্দীন আহ্‌মদ „ „ „ ১৷৷০
৮। „ আব্বাছ আলী মিঞা „ „ „ ১৷৷০
৯। মৌলবী মোহাম্মদ জীনত আলী ভূঞা সাহেব, বি-এ, চিটাগাং ১৫৲
১০। তদ্দীয় স্ত্রী মোসাম্মত সৈয়দা শামসুন্‌ নেহার বেগম সাহেবা ৫৲
১১। * মাষ্টার গোলাম আহমদ খাঁ, চিটাগাং ৫৲
১২। * মিস্‌ মোহ্‌সেনা বেগম „ ১৲
১৩। মিঃ মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী, ঢাকা ১০৲
১৪। মিঃ আহসানুল্লাহ চৌধুরী, ঢাকা ১৲
১৫। মুন্সি আব্দুল জব্বর সাহেব, ঘাটুরা ৫৲

৩৮৪৩৷৶০

চাঁদা-প্রাপ্তি

পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মোট চাঁদা— ৪৬১৷৶০

১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত :—

১। জোনাব হেকীম শাহ্‌ আবদুল বারী সাহেব, ঢাকা ১০৲
২। মৌলবী আমীর হুসেন সাহেব, বগুলা, নদীয়া ৫৲
৩। ডাক্তার মোহাম্মদ মুসা সাহেব, বাঁকুড়া ৫৲
৪। মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব, সিউরি ৮৲
৫। „ আবদুল হুসেন „ বাজিতপুর ১০৲
৬। „ মীর রফীক আলী এম-এ, বি-টি, রাজসাহী ৫৲
৭। মিসেস মীর রফীক আলী, রাজসাহী ৫৲
৮। মুন্সি এসার উদ্দীন আহমদ, শ্যামপুর, রঙ্গপুর ৩৲
৯। রঙ্গপুর আঞ্জোমনে আহমদীয়া ৫০৲
১০। মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব, সিউরি ৪৲
১১। মোসাম্মত শামসুন্নেসা খাতুন সাহেবা, চট্টগ্রাম ১৮৲
১২। „ সৈয়দা আজীজুন্নেসা খাতুন সাহেবা, চট্টগ্রাম ১৭৲
১৩। মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব, মোবাল্লেগ ৩৲
১৪। মুন্সি নেজামউদ্দীন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রঙ্গপুর ৪৲
১৫। „ আনোয়ারউদ্দীন আহমদ „ „ ২৲
১৬। মৌলবী আবদুল আজ্‌হার ভূঞা „ ক্রোড়া ৬৲
১৭। মিঃ আহ্‌সানুল্লাহ্‌ চৌধুরী, ঢাকা ১৲

৬১৭৷৶০

* ইঁহারা দুই ভ্রাতা-ভগ্নি আমাদের মরহুম আমীর প্রফেসার আবদুল লতীফ সাহেবের সুসন্তান। বর্ত্তমানে তাহারা পাঠ্যাবস্থায় আছে। সম্প্রতি তাহারা দুই জনেই খোদাতা'লার ফজলে দুইটি ষ্টাইপেণ্ড (বৃত্তি) পাইয়াছে এবং উভয়েই নিজ নিজ এক মাসের ষ্টাইপেণ্ড জুবিলী-ফাণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'লা তাহাদিগকে উত্তম 'জাজা' দিন এবং তাহাদের এই ধর্ম্মানুরাগ আরো বৃদ্ধি করুন। আমীন!

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্ত্বায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌ তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীঈন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌ তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ......এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে ঃ—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।" ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূ

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৶০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).